নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আল আকসায় ইহুদিদের প্রার্থনা

সারে-জমিন

পুরুলিয়ার রাকাব জঙ্গলে ভূতের ভয়!

রূপসী বাংলা

আমেরিকা এখন আর আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ নয়

সম্পাদকীয়

তাম্রলিপ্ত জেলা হাসপাতালে ডেপুটেশন

সাধারণ

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৮ এপ্রিল, ২০২৫
৪ বৈশাখ ১৪৩২
১৯ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

অভিষেক-হেডদের ছয় নেই, হায়দরাবাদেরও জয় নেই

খেলতে খেলতে

Vol.: 20 ■ Issue: 104 ■ Daily APONZONE ■ 18 April 2025 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

ঘরছাড়ারা ফিরছেন, হিন্দু-মুসলিমরা এখন কেমন আছেন ধুলিয়ানে?

'দাঙ্গা' বিধ্বস্ত মুর্শিদাবাদে হিন্দুরা বিপন্ন, গণমাধ্যমে প্রচার হওয়া সংবাদের ভিত্তি কতটুকু সত্য? সেই সংবাদ আদৌ কি সত্য তথ্যের উপর নির্ভরশীল, নাকি শুধুমাত্র গুজব আর মিথ্যের উপর ভর করে প্রচার করা হচ্ছে? ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষ ছড়ানোর মধ্যে নিজ নিজ এলাকায় থেকে যাওয়া হিন্দুরা কেমন আছেন, আর ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পিছনে প্রকৃত রহস্য কী, প্রতিবেশী মুসলিমরাই বা কী বলছেন– 'গ্রাউন্ড জিরো'তে সরজমিন খতিয়ে দেখলেন 'আপনজন' সাংবাদিক **সারিউল ইসলাম**। আজ প্রথম কিস্তি।

আপনজন: ডাকবাংলো মোড় পেরিয়ে ধুলিয়ান বাজার পার করতেই একটি পাড়ায় পৌঁছে দেখা গেল সেখানে গোটা দশেক হিন্দু পরিবারের বসবাস। ধুলিয়ান পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ড। সেখানে হাজির হতেই ছোট্ট বাচ্চাদের ভিড়। ভিড় জমালেন স্থানীয় যুব-বৃদ্ধ সকলেই। সংখ্যাধিক্য মুসলিম পাড়ার মধ্যে গুটিকয়েক হিন্দু পরিবার থাকলেও তাদের বাড়ি ভাঙচুর ঘরছাড়ার নানা তথ্য বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে। অনেকেই অবশ্য ঘর ছেড়েছেন। গঙ্গা পেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন মালদার বৈষ্ণবনগরে। ওই পাড়ার এক গৃহবধূকে জিজ্ঞেস করতেই দেখিয়ে দিলেন এইসব বাড়ির লোকজন বাড়িছাড়া। তাদের অভিযোগ ছিল ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, লুটপাট করা হয়েছে। ধুলিয়ান পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত সেই বাড়ির সামনে হাজির হতেই এক প্রতিবেশী ববি মণ্ডল সাংবাদিক দেখে এগিয়ে এলেন। যারা ঘরছাড়া তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের, ববি মণ্ডল নিজেও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। তবে তিনি ভীতহীনভাবে এলাকায় রয়েছেন। যারা ঘরছাড়া হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে শুনে ববি মণ্ডল অবাক। ঘরছাড়াদের নিয়ে সংবাদমাধ্যমে যে প্রচারাণা চরছে তার সঙ্গে বাস্তবের যে মিল নেই তা ববি মণ্ডলের কথায় স্পষ্ট। ববি মণ্ডল আপনজন সাংবাদিককে বলেন, "আমাদের পাড়ায় মুসলিম জনসংখ্যা বেশি। আমরা কয়েক ঘর হিন্দু পরিবার বসবাস করি এখানে। আমাদের প্রতিবেশী সাতটি পরিবার নিজেরাই বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছে। লোকের মুখে শুনেছি, তাঁরা নাকি সাংবাদিকদের বলেছে– আমাদের বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে, লুটপাট হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমরা প্রতিবেশী হয়েও তা দেখতে পেলাম না। সেরকম কোন ঘটনাই এখানে হয়নি। ওরা স্বেচ্ছায় এলাকা ত্যাগ করেছে। যদি হিন্দুদের উপর আক্রমণ হত তাহলে আমরা আছি কিভাবে? ওরা কেন মিথ্যা কথা বলছে কে জানে।"

মালদায় আশ্রয় নেওয়া ঘরছাড়ারা কিন্তু নিজেদের বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছেন। তারা ঘরে এসে অবাক হচ্ছেন। তাদের ঘর বাড়ি ভাঙচুর, লুটপাটের চিহ্ন মাত্র পাচ্ছেন না, কারণ অক্ষত রয়েছে তাদের বাড়ি। নিজের বাড়ি ফিরে কোনো ধ্বংসের চিহ্ন না পেয়ে তাদের মুখে এখন হাসি ফুটছে।

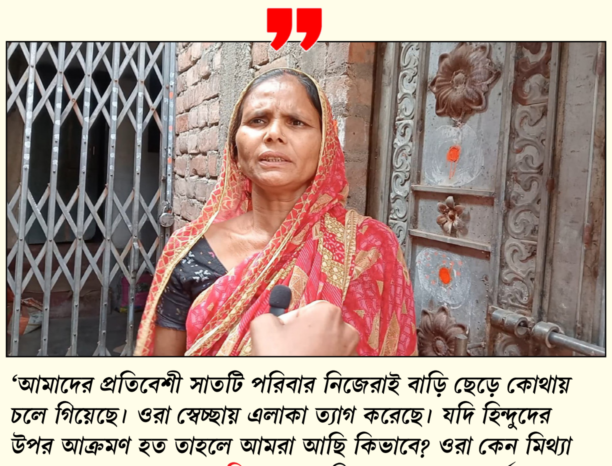

'আমাদের প্রতিবেশী সাতটি পরিবার নিজেরাই বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছে। ওরা স্বেচ্ছায় এলাকা ত্যাগ করেছে। যদি হিন্দুদের উপর আক্রমণ হত তাহলে আমরা আছি কিভাবে? ওরা কেন মিথ্যা কথা বলছে কে জানে।' **ববি মণ্ডল**, *ধুলিয়ান, ৪ নম্বর ওয়ার্ড*

তারাই এখন বলছেন, প্রতিবেশী মুসলিমরা তাদের বাড়ি পাহারা দিয়ে সুরক্ষিত করেছেন। তার জ্বলন্ত সাক্ষী হয়ে থাকলেন কুসুম মণ্ডল।

মালদহে তিনদিন আত্মীয়ের বাড়িতে কাটিয়ে বুধবার সকল সদস্যদের নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন কুসুম মন্ডল। তিনি বলেন, "পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছাড়ার কারণে আমরা

কুসুম মণ্ডল
বাসিন্দা, ধুলিয়ান পুরসভা

ভয় পেয়ে নদী পেরিয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলাম। তিনদিন পর ফিরে দেখছি বাড়ি ঘরের কোনরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পাড়ার মুসলিম ভাইয়েরা বাড়ি পাহারা দিয়ে রেখেছিল।"

প্রতিবেশীদের দেখাদেখি বহু হিন্দু যুবকও নদী পেরিয়ে মালদায় আশ্রয় নেন। তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীকান্ত মণ্ডল। এলাকা এখন শান্ত খবর পেয়ে সবে বাড়ি ফিরেছেন শ্রীকান্ত মণ্ডল। বাড়ি ফিরে অবাক হয়েছেন শ্রীকান্ত। যা প্রচার করা হয়েছে ঘরে ফেরার পর তার সত্যতা তারা খুঁজে পাচ্ছেন না। বাড়ির সবাইকে নিয়ে নদী পেরিয়ে চলে যাওয়ার কথা আর স্মরণ করতে চান না তিনি। সেই শ্রীকান্ত মন্ডল বলেন, "প্রতিবেশী কয়েকজনের দেখাদেখি আমরাও পরিবারের ৬ জন সদস্য নদী পেরিয়ে চলে গিয়েছিলাম মালদহে আত্মীয়ের বাড়িতে। বুধবার ফিরে দেখেছি কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এখানে ঘটেনি। আমরা এবং আমাদের বাড়ি সুরক্ষিত আছে।"

বিএসএফের দাপাদাপিতে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল ধুলিয়ান জুড়ে। তার ফলে মূলত মুসলিমরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বিএসএফের বিরুদ্ধে। বিক্ষোভের মাত্রা বাড়তেই পাচ্ছে সাম্প্রদায়িক মোড় নিতে পারে সেই আতঙ্ক গ্রাস করেছিল হিন্দু মহল্লার বাসিন্দাদের মনে। তার জেরে অনেকে গাভীর রাতেও বাড়ি থাকা নিরাপদ না ভেবে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন।

শ্রীকান্ত মণ্ডল
বাসিন্দা, ধুলিয়ান পুরসভা

তারা সংবাদমাধ্যমকে জানান, তাদের বাড়ি ঘর শুধু লুটপাট করা হয়নি তাদের উপর অত্যাচারও করা হয়েছে। অথচ তাদের প্রতিবেশী হিন্দুরাই বলছে, ওরা সংবাদ মাধ্যমকে মিথ্যা বলছেন। তাদের বাড়ি অক্ষত আছে। এখানে কেমন সমস্যাই হয়নি। যদি

নব মন্ডল
বাসিন্দা, ধুলিয়ান পুরসভা

সমস্যাই হতো তাহলে তারাই বা এখানে নিশ্চিন্তে আছেন কিভাবে। এ নিয়ে 'আপনজন'-এর কাছে মুখ খোলেন চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নব মন্ডল। নব মণ্ডল বলেন, "আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশী রাত দু'টার সময় এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তারপর তারা নাকি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করেছে তাদের উপর অত্যাচার করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের বাড়িঘর লুটপাট হয়েছে। আমরা এখানেই আছি, কোনরকম সমস্যা এখানে হয়নি। সংবাদমাধ্যমকে ওরা মিথ্যা কথা বলছে।"

শুধু নব মণ্ডল নন তার প্রতিবেশী মুসলিমরাও বলছেন সম্প্রীতির আবহে তারা বাস করছেন এখনও। এখানে এক উঠোনে হিন্দু মুসলিম সব বাচ্চাই খেলা করছে। এ প্রসঙ্গে ধুলিয়ানের বাসিন্দা ভাদু মহলদার বলেন, "এখানে কয়েক ঘর হিন্দু পরিবারের বসবাস। কিন্তু তাদের আমরা আলাদা মনে করি না। আমরা একে অপরের পরিপূরক। ওদের বাচ্চারা আমাদের কাছেও সন্তানের মতো। আমাদের

ভাদু মহলদার
বাসিন্দা, ধুলিয়ান পুরসভা

আঙিনায় সবসময় খেলাধুলা করে।" হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্কে যে ফাটল দেখা দিয়েছে বলে কতিপয় সংবাদমাধ্যমে জোর প্রচার চলছে তা মানতে রাজি নন ধুলিয়ান পুরসভার বাসিন্দা রাজেশ্বরী রবিদাস। এলাকায় হিন্দু মুসলিম সবার বাড়িতে তার অবাধ

রাজেশ্বরী রবিদাস
বাসিন্দা, ধুলিয়ান পুরসভা

যাতায়াত। পরিচারিকার কাজ করায় তিনি মানুষের মন বোঝেন সহজেই। সেই রাজেশ্বরী বলেন, "আমি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করি। এখনো পর্যন্ত সবাই আমাদেরকে নিজের পরিবারের সদস্যের মত দেখে। আমাদের মাঝে কোনও বিভাজন নেই।"

প্রধান বিচারপতি অবসর নেবেন ১৩ মে, ক্রমশ বাড়ছে উদ্বেগ

ওয়াকফ বোর্ডে নিয়োগসহ কিছু ক্ষেত্রে লাগাম সুপ্রিম কোর্টের

বিচারপতি সঞ্জয় কুমার। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। বিচারপতি বিশ্বনাথন

আপনজন ডেস্ক: সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ড এবং রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত সহ বিতর্কিত ওয়াকফ আইনের কিছু অংশের কার্যকারিতা ৫ মে পরবর্তী শুনানির তারিখ পর্যন্ত স্থগিত করেছে। তবে শীর্ষ আদালত ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা ওয়াকফ আইনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করতে পারে।

এদিন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ বলেছে, ওয়াকফ সম্পত্তি–ব্যবহারকারী বা দলিলের মাধ্যমে নিবন্ধিত বা ওয়াকফ হিসাবে ঘোষিত সম্পত্তি পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত চরিত্র পরিবর্তন করা যাবে না।

নতুন আইনে ওয়াকফ বোর্ডের গঠনে রদবদল করার ফলে অমুসলিমদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে বলেছে, পরবর্তী শুনানির আগে ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন, ২০২৫-এর সংশোধিত ধারা ৯ এবং ১৪ এর অধীনে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ড এবং রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিমদের সদস্য নিয়োগ করা যাবে না। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টকে আশ্বাস দিয়েছেন যে পরবর্তী শুনানির তারিখ পর্যন্ত, ২০২৫ সালের আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ড এবং রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে কোনও অমুসলিম সদস্য নিয়োগ করা হবে না। তিনি আরও আশ্বাস দিয়েছেন যে ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি বা গেজেট দ্বারা ঘোষিত ওয়াকফ সহ ওয়াকফের স্থিতি পরিবর্তন করা হবে না।

সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সুপ্রিম কোর্টের কাছে আর্জি জানান, কেন্দ্রের কাছে প্রচুর তথ্য জমা পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বহু সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে, বহু সম্পত্তি নিয়ে অনেক মানুষের মনে প্রশ্নও আছে। এসব বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য তিনি এক সপ্তাহ সময় চান। আদালত পাঁচ দিনের মধ্যে তার বক্তব্য দাখিল করার অনুমতি দিয়ে দেয়। পরবর্তী শুনানি হবে ৫ মে। ওই শুনানির পর সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করবেন।

এদিন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, যত আবেদন জমা পড়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে পাঁচটি বেছে নিয়ে প্রধান আবেদন হিসেবে গণ্য করা হবে। বাকিগুলো বিবেচিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। প্রধান বিচারপতি বলেন, ১০০ থেকে ২০০ আবেদনের বিচার করা সম্ভব নয়। ওয়াকফ আইনের সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে ৭২ টি আবেদন নথিভুক্ত হয়েছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন আবেদন জমা পড়ছে। আদালত বুধবার আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে আইনটির সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিল। যদিও এ নিয়ে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার ব্যাখ্যা, 'কিন্তু একই সঙ্গে আমরা চাই না আজ যে পরিস্থিতিই থাকুক না কেন, তার আমূল পরিবর্তনের ফলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন।'

গত বুধবার একগুচ্ছ মামলার শুনানির প্রথম দিনেই প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নতুন আইন নিয়ে বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। প্রশ্ন তোলা হয়েছিল কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ড ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে। সরকারের কাছে বিচারপতিরা জানতে চেয়েছিলেন, হিন্দু দেবস্থান বা ধর্মীয় সংস্থা পরিচালনায় অহিন্দুরা থাকতে পারেন কি না; কিংবা পরিচালনায় অহিন্দুদের অন্তর্ভুক্তিতে সরকার সম্মত কি না। বিচারপতিরা প্রশ্নও করেছিলেন, ব্রিটিশ আমলে ওয়াকফ আইন প্রবর্তনের অনেক আগে থেকে নথিহীন যেসব সম্পত্তি ওয়াকফের বলে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সেসব নথিভুক্ত কীভাবে করা সম্ভব? আর নথিভুক্ত না করা গেলে তা কী করে ওয়াকফের নয় বলে ঘোষণা করা যাবে? তাতে সমস্যার পাহাড় তৈরি হবে। বেঞ্চের মনোভাব বুঝেই বৃহস্পতিবার সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা শুনানির শুরুতেই জানিয়ে দেন, পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত সরকার নতুন ওয়াকফ আইনে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ বোর্ড ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে কোনও নতুন নিয়োগ করবে না। এমনকী কোনও ওয়াকফ সম্পত্তির বদলও ঘটানো হবে না।

উল্লেখ্য, প্রধান বিচারপতির মেয়াদ শেষ ১৩ মে। তার আগে পরবর্তী শুনানি হবে ৫ মে। তাই ওই দিন চূড়ান্ত রায় না হলে ওয়াকফ মামলার ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিতের দিকে যেতে পারে। কিন্তু সলিসিটর জেনারেল জানান, কেন্দ্রের কাছে প্রচুর তথ্য জমা পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বহু সম্পত্তি ওয়াকফ হিসেবে নথিভুক্ত রয়েছে, বহু সম্পত্তি নিয়ে অনেক মানুষের মনে প্রশ্নও আছে। এসব বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য তিনি এক সপ্তাহ সময় চান। কেন্দ্রকে সেই সময় গ্রাহ্য করেন সুপ্রিম কোর্ট।

কেন্দ্রের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীরাও তাঁদের মতামত জানাতে পাঁচ দিন সময় পাবেন। সেই হিসাবে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয় ৫ মে। ওই শুনানির পর সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করবেন।

নতুন আইনের সবচেয়ে শক্তিশালী চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. এই আইন সংবিধানের ১৪, ১৫, ২৫ (ধর্মীয় স্বাধীনতা), ২৬ (ধর্মীয় বিষয় পরিচালনার স্বাধীনতা), ২৯ (সংখ্যালঘুদের অধিকার) এবং ৩০০এ (সম্পত্তির অধিকার) লঙ্ঘন করে।

২. এটি ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করে এবং একজন জেলা কালেক্টরকে ওয়াকফ সম্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেয়, যা সম্ভাব্যভাবে সরকারী হস্তক্ষেপ বাড়িয়ে তোলে।

৩. আইনটি মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক কারণ অন্যান্য ধর্মীয় ট্রাস্টে একই বিধিনিষেধ নেই।

যোগ্য শিক্ষকরা স্কুলে যোগ দিতে পারবেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সাময়িক স্বস্তি

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের কারণে পশ্চিমবঙ্গের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির যেসব সহকারী শিক্ষকের নিয়োগে এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে যাদের 'অযোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়নি কেবলমাত্র এমন শিক্ষক-শিক্ষিকারাই স্কুলে যেতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই ছাড় শুধুমাত্র সেই শিক্ষকদের জন্য, যারা যোগ্য বলে বিবেচিত।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে পদগুলিতে নতুন নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত তারা চালিয়ে যেতে পারে।

২০১৬ সালে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের পরে আদালতের দেওয়া আদেশের কারণে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া উচিত নয় বলে উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্ট তার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে একটি শর্ত রাখা হয়েছে। নতুন বাছাই প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকরা কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনকে (ডাব্লুবিএসএসসি) ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নবম ও দশম এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সহকারী শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং এসএসসিকে ২০২৫ সালের ৩১ মে-র আগে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, অযোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বেশি থাকায় সুপ্রিম কোর্ট গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মচারীদের এই ধরনের ছাড় দিতে অস্বীকার করেছে। পশ্চিমবঙ্গ এসএসসি দ্বারা পরিচালিত ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গ এসএসসি 'কেলেঙ্কারি' মামলাটি শুরু হয়েছিল, যেখানে ২৪,৬৪০ টি পদের জন্য ২৩ লক্ষ প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন এবং মোট ২৫,৭৫৩ টি নিয়োগপত্র জারি করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট একে 'পদ্ধতিগত জালিয়াতি' বলে অভিহিত করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ প্রসঙ্গে এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, এটা বড় স্বস্তির খবর। আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছে আদালত। ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা সময় পেয়ে গেছি। শিক্ষকরাও সঠিক সময়ে মাইনে পাবেন।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!

মেয়েদের নার্সিং স্কুল

এখন

ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

বোলপুরে শ্রমিক সংগঠন নিয়ে বৈঠকে অনুব্রত

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে বোলপুরে আই এন টি ইউ সি এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনা সভার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অনুব্রত মণ্ডল তিনি জানান আই এন টি ইউ সি বৈঠক ছিল এবং ভোটার লিস্টের যে ট্রেনিং চলছিল গতকাল তার শেষ হয়েছে। খুব সুন্দর ভাবে শেষ হয়েছে। খুব ভালো কাজ হয়েছে। বীরভূম জেলাতে খুব ভালো কাজ করেছে আইপ্যাক প্রত্যেক বিধানসভা এবং প্রত্যেক ব্লকে প্রত্যেক অঞ্চল ধরে ধরে কাজ হয়েছে। তিনি আরো বলেন ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি দেশের প্রথম স্থান অর্জনকারী ইমন ঘোষ কে অভিনন্দন জানান। এছাড়াও জানান বোলপুরে ১৯ তারিখে ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে যে সভার আয়োজন করা হয়েছে, তার নির্দিষ্ট দিনে হবে বলে জানান। অনুব্রত মণ্ডল আরো বলেন "আগে মানুষ হতে হবে হিন্দু মুসলিম করে লাভ নেই"। কারণ আমার রক্ত লাল ও মুসলিম ভাইয়ের রক্ত লাল।

ঢালাই রাস্তার সূচনায় সম্প্রীতি বার্তা নওদায়

রাকিবুল ইসলাম ● নওদা

আপনজন: নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের নওদা ব্লকের রায়পুর হাড়িপাড়া ১৪ নম্বর বুথে ঢালাই রাস্তা নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সফিউজ্জামান শেখ। এই কর্মসূচিতে এলাকার বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। নতুন রাস্তা নির্মাণে সাধারণ মানুষের যাতায়াত আরও সহজ ও সুরক্ষিত হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সফিউজ্জামান শেখ বলেন, এই রাস্তাটি এলাকার বহুদিনের দাবি ছিল। মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই কাজ শুরু করা হয়েছে।

পুরুলিয়ার রাকাব জঙ্গলে ভূতের ভয়!

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

আপনজন: রাইকার জঙ্গলে বাঘের আতঙ্ক কাটতে না কাটতেই নতুন করে আতঙ্ক দানা বেঁধেছে হুড়ার রাকাব জঙ্গলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ—এবার এক রহস্যময় অশুভ শক্তির ছায়া গ্রাস করছে তাদের জীবন। দাবি, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করলেই হামলা করছে এক অজানা শক্তি।
অর্জুন জোড়া গ্রামের বাসিন্দাদের মতে, এই শক্তি কোনও পশু নয়, বরং এক অশরীরী অস্তিত্ব।
প্রত্যক্ষদর্শী উত্তম দুয়ারী জানিয়েছেন, "রাস্তায় হঠাৎই একটা বিশাল ছায়ামূর্তি সামনে এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে।" গ্রামের আরও বহু মানুষ একই অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন—কেউ বলেছেন ছায়ামূর্তির, কেউ বলেছেন এক অদৃশ্য উপস্থিতির কথা।
জলধর গড়াই নামে এক বাসিন্দা আক্রান্ত হয়েছেন বলেও দাবি করা হয়েছে। তাঁর শরীরে নাকি আঁচড়ের চিহ্নও রয়েছে। তিনি জানান, "আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ আমার পিঠে কিছু একটা ধাক্কা মারে। পরে দেখি শরীরে রক্ত। এখনও ভয় কাটেনি।"
এই ঘটনায় আতঙ্ক এতটাই ছড়িয়েছে যে, স্থানীয়রা জঙ্গলের রাস্তা প্রায় এড়িয়েই চলছেন। কেউ কেউ বাধ্য হয়ে গেলে হাতে লাঠি-সোটা নিয়ে পা রাখছেন পথে।
রুপলাল মান্ডি এবং নটরাজ কর্মকার, দু'জনেই জঙ্গল পথে যাতায়াত করেন। তাঁদের কথায়, "রোজকার যাতায়াত এখন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। দিনের আলোতেই গা ছমছম করে।" তবে এই রহস্যময় ঘটনার পেছনে বাস্তবতাও তুলে ধরছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। জেলা সম্পাদক নয়ন মুখার্জী জানান, "এইসব ভয় অমূলক। মানুষের মনে কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়লে এই ধরনের ঘটনা বাড়ে। আমরা এলাকায় সচেতনতা প্রচার চালাচ্ছি, বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিচ্ছি।" তবু, আতঙ্ক কাটছে না।
অন্ধবিশ্বাস আর রহস্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এখনো উত্তরের খোঁজ করছে অর্জুনজোড়া ও আশপাশের গ্রামবাসীরা। সত্যিই কি রাকাব জঙ্গলে ঘুরছে অশরীরী? নাকি রয়েছে গভীর রহস্য?

সাগরপাড়ায় বজ্রাঘাতে এক কৃষকের মৃত্যু

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সাগরপাড়ায় বাজ পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু এক ব্যক্তির। সাগরপাড়া থানার সীমান্তবর্তী সিংপাড়া বিএসএফ রোড সংলগ্ন এলাকায় পাটের জমিতে কাজে গিয়ে বাজ পড়ে মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম কুমারেশ ঘোষ ৫৫। বাড়ি সাগরপাড়া থানার চকচৈতন ঘোষপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে সীমান্তের পাটের জমিতে কাজে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে পড়ে,তারপর হঠাৎ শুরু হয় বাজ পড়া। আচমকা শরীরের ওপর বাজ পড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অন্য ভাই পাশেই কাজ করছিল,ছুটে গিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় সাগরপাড়া উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেংগে পড়ে পরিবারের সদস্যরা। মৃত্যুর খবর পেয়ে বাড়িতে ভিড় জমায় আত্মীয় স্বজনেরা এবং পাড়া প্রতিবেশীরা। বাড়িতে স্ত্রী এবং তিন ছেলে রয়েছে। হঠাৎ মৃত্যুতে পরিবারের সদস্যরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদ সভায় শুভেন্দুর বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন ডেস্ক: পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের উদ্যোগে সমুদ্রগড় স্টেশন সংলগ্ন ডায়মন্ড ক্লাব ও অঞ্জুমান ক্লাব ময়দানে বৃহস্পতিবার বিকেলে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বোর্ডের সদস্য মাওলানা কামরুজ্জামান। তিনি অভিযোগ করেন, শুভেন্দু অধিকারী আইন অমান্য করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন। তিনি বলেন, "শুভেন্দু মুসলমানদের জেহাদী, পাকিস্তানি বলে অপমান করেন। তিনি মুসলমানদের মারার, জেলে ভরার এবং পাকিস্তানে পাঠানোর হুমকি দেন। এসব দেশদ্রোহী বক্তব্য। পুলিশ কেন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না? শুভেন্দুর জন্য এক আইন আর আমাদের জন্য আরেক আইন কেন?" তিনি আরও বলেন, যারা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কথা বলে, তাদের শুভেন্দু হুমকি দেন এবং পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করেন। এই আচরণ মেনে নেওয়া যায় না বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন।সভায় মাওলানা কামরুজ্জামান রাজ্যের সম্প্রীতির ঐতিহ্য রক্ষার আহ্বান জানান এবং শুভেন্দু অধিকারীর মতো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি তোলেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, "পুলিশ কেন দুর্বল হয়ে যায় শুভেন্দুর মুখোমুখি হলে? আমরা এই অবিচার বরদাস্ত করব না।"এছাড়াও, সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত রায় নিয়ে আলোচনা করেন মাওলানা কামরুজ্জামান। সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করেছে যে, ঘোষিত ওয়াকফ সম্পত্তিতে আপাতত কোনো পরিবর্তন হবে না এবং বোর্ডের নিয়োগও স্থগিত থাকবে। এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ ন্যায়সঙ্গত। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি জানিয়ে আসছিলাম, এবং আদালত আমাদের কথা শুনেছে। এই রায়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং আশার আলো দেখছি।" তিনি আরও বলেন, এই রায় মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মালদায় আশ্রয় নেওয়া ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানোর বার্তা প্রশাসনের

নাজমুস সাহাদাত ● বৈষ্ণবনগর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলায় গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের আনা ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে জমায়েতকে কেন্দ্র করে ধুলিয়ান তথা সামশেরগঞ্জ ও সুতি এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি হয়। আর এই অশান্তির জেরে বহু মানুষের বাড়িঘরে ঢুকে লুটপাট থেকে শুরু করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চরম বিবাদ সৃষ্টি হয়। তবে গত মঙ্গলবার থেকে সামশেরগঞ্জ-সুতি তে জনজীবন সাধারণ ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে এবং দোকানপাট সহ বাজার খোলা হয়েছে। সামসেরগঞ্জের অশান্তির কবলে পড়ে ধুলিয়ান থেকে বেশকিছু পরিবার মালদহের বৈষ্ণবনগরের পারলালপুর হাই স্কুলে আশ্রিত হয়েছেন ৬১ টি পরিবারের প্রায় দুশো জন দূর্গত মানুষরা রয়েছেন। এদিন ধুলিয়ান থেকে ঘরছাড়া দুর্গতদের ঘরে ফেরার বার্তা দিতে জেলা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকগণ। ছিলেন, মালদহ জেলার সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর দপ্তর) সম্ভব জৈন, কালিয়াচক সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার ফায়সাল রাজা, কালিয়াচক-৩ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুকান্ত সিকদার সহ স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। সামসেরগঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুজিত চন্দ্র লোধের বক্তব্য, ধুলিয়ানে অর্থাৎ নিজ নিজ ঘরে ফিরলেও মিলবে সরকারি সকল সুযোগ-সুবিধা। বাড়ি ফিরলেও মিলবে পানীয় জল, ওষুধ, খাবার এবং এলাকায় রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর শিবির। সকল দুর্গত ঘরছাড়া মানুষদের ঘরে ফেরার আশ্বাস দিচ্ছেন প্রশাসন। এছাড়াও ধুলিয়ান এলাকায় রাজ্য পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্তারাও রয়েছেন। এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ থেকে ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতএব ঘরে ফিরলে সব রকমের প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সামসেরগঞ্জের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুজিত চন্দ্র লোধের। জানা যায়, ধুলিয়ান থেকে গঙ্গা নদী পেরিয়ে প্রায় ৮৮ টি পরিবার মালদহের বৈষ্ণবনগরের বেশ কিছু এলাকায় শিবির করে রয়েছেন তারা। দুর্গতরা যেন কোনো অসুবিধা ভোগ না করেন তার জন্যে ওই শিবিরের প্রতিটি মানুষের দেখাশোনা থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের ত্রান পৌঁছে দিচ্ছেন প্রশাসন। এছাড়াও সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস জানিয়ে তাদের ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করছেন মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন।

এপিডিআরের ওয়াকফ-বক্তব্য বিকৃতি করার অভিযোগ আরএসএসের বিরুদ্ধে

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: সংসদে ওয়াকফ বিল পেশ হওয়ার পর থেকেই দেশজুড়ে প্রতিবাদ দেখা গিয়েছে। এর প্রতিবাদে মুসলিমদের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠনও সোচ্চার হয়েছে। তেমনি ভাবে সোচ্চার হয়েছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। বিভিন্নভাবে তারা এই বিলের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন, বিভিন্ন ওয়াকফ আইন বিরোধী প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন নেতৃত্ব। তবে এবার মুর্শিদাবাদের এক এমনই সভাতে অংশগ্রহণ করার পর এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকের বক্তব্য কাটিং করে বিকৃত করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি-আরএসএস-এর লোকদের বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে প্রেস বিবৃতি সামনে এল সংগঠনের পক্ষ থেকে।
জানা গেছে, গত ৮ এপ্রিল জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার পিডব্লুডি মাঠে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আয়োজিত এক যৌথ সভায় উপস্থিত ছিলেন এপিডিআর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক রাহুল চক্রবর্তী। ইমাম-মুয়াজ্জিন সংগঠন ও স্থানীয় গণসংগঠনের ডাকে আয়োজিত ওই সভায় রাহুল চক্রবর্তী আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তিনি বক্তব্যের মাঝে বাংলাদেশের চলমান গণআন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "আমাদের শিখতে হবে প্রতিবেশী দেশের অভিজ্ঞতা থেকে। দলের ও মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে এক হয়ে লড়াই করলেই কেবল সাফল্য সম্ভব"।অন্যদিকে এদিনই বিকালে জঙ্গিপুরের ওমরপুরে একটি পথ অবরোধকে ঘিরে পুলিশ-জনতার মধ্যে সংঘর্ষ হয়। আর সভায় রাহুল চক্রবর্তী সহ আরও কয়েকজনের বক্তব্য কাটিং করে এদিনের সংঘর্ষের জন্য উস্কানি দেওয়া হয়েছে বলে বক্তব্যকে বিকৃত করে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে রাহুল চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "৮ তারিখে যে সভাটা ছিল তার সঙ্গে ঐদিনের সংঘর্ষের কোনো সম্পর্ক নেই। আমি এপিডিআর জেলা কমিটির সম্পাদক হিসাবে আমন্ত্রিত ছিলাম। আমরা শুরু থেকেই এই বিলের বিরোধিতা করে আসছি। সেখানে বক্তব্যের মাঝে আমি যুক্ত করি ছাত্র, যুব ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের তাদের চিন্তাভাবনার উর্ধ্বে উঠে বিজেপির বি টিম হাসিনা সরকারকে যেভাবে বাংলাদেশের জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে অধিকারের প্রশ্নে উৎখাত করেছে সেখান থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। পুরো বক্তব্যের সঙ্গে এটা জুড়ে ছিল এটা। এই বক্তব্যের থেকে শুধু 'বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত' অংশকে কাটিং করে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে কয়েকজন ইমাম সাহেব যারা বক্তব্য দিয়েছিলেন, সেই সময় তাঁদের বক্তব্যও একইভাবে বিকৃত করে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। সবার বক্তব্য ছিল ঐক্য, একতা ও সম্প্রীতির পক্ষে, কোনো উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়া হয়নি।" বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর বলেন, "রাহুল চক্রবর্তীর বক্তব্যের বিকৃতি ঘটিয়ে, কুৎসিতভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে, যাতে আন্দোলন দুর্বল করা যায় এবং সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়।" সংগঠনের অভিযোগ, এই বক্তব্যের একটি অংশ কেটে নিয়ে অন্যান্য বক্তার কিছু উক্তির সঙ্গে জুড়ে একটি বিকৃত ভিডিও ক্লিপ বানিয়ে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় সোশ্যাল মিডিয়া ও কিছু সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে করে এপিডিআর ও রাহুল চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক প্রচার শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ করল বড়ঞায়

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার বড়ঞা থানা এলাকার বেলডাঙ্গা, হেতিয়া, কুন্ডল, ঝিকরহাটিতে কেন্দ্র বাহিনী রুট মার্চ করল। সঙ্গে ছিলেন বড়ঞা থানার পুলিশ আধিকারিক সৌরভ সেন ও তার টিম সাধারণ মানুষ থেকে পথ চলতি তাদের সঙ্গে কথা বললেন কোথাও কোনো অসুবিধা হচ্ছে নাকি না এবং সে বিষয়েংও নজর দিলেন গুজবে কান দিবেন না গুজব ছড়াবেন না কোথাও বের হতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা সে দিকে নজর রাখলেন। বড়ঞা থানার পুলিশ আধিকারক সাধারণ মানুষ সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, কোন রকম অসুবিধা হলে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। বড়ঞা থানার পুলিশ আপনাদের সহযোগিতা করবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সিদ্দিকিয়া আমিনিয়ায় ঈসালে সওয়াব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাদুড়িয়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের বাদুড়িয়া 'কাটিয়াহাট সিদ্দিকিয়া আমিনিয়া দারুল কুরআন'-মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হল ঈসালে সওয়াব ও দোয়ার মজলিস। সভায় বক্তব্য রাখবেন মাওলানা আবুল কালাম সাহেব, মাওলানা শহিদুল ইসলাম সাহেব গজল শিল্পী আব্দুর রহমান আমিনি প্রমুখ। মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে এবং ইসলামী শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে এই অনুষ্ঠান বলে জানিয়েছেন মুখ্য আয়োজক কাজী মিজানুর বিন সারিকুল হোসেন, কাজী ইব্রাহিম হোসেন জাহির শেখ উজ্জ্বল প্রমুখরা।

আবারও ট্রেন অবরোধ শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায়, ভোগান্তি যাত্রীদের

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: বুধবারের পর ফের বৃহস্পতিবার। সকাল থেকেই শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় রেল অবরোধ।
যার জেরে ভোগান্তির শিকার নিত্যযাত্রীরা। অভিযোগ, ট্রেনে মহিলা কামরা বাড়ানো হলেও মোট কামরার সংখ্যা বাড়েনি। যার জেরে সমস্যায় পড়ছেন পুরুষ যাত্রীরা। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ট্রেনে মহিলা কামরার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। অথচ মোট কামরার সংখ্যা বাড়েনি। অভিযোগ, তাঁর ফলে নিত্যযাত্রীদের চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।
ব্যস্ত সময়ে ভিড় ট্রেনে ভুল করে কেউ মহিলা কামরায় উঠে পড়লে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে পুরুষদের। তাই ট্রেনে বগির সংখ্যা বাড়ানো এবং দু'টি ট্রেনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমানোর দাবিতে এদিন সকাল থেকে ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ লাইনের উত্তর রাধানগর স্টেশনে বিক্ষোভ শুরু করেন যাত্রী।
ফলে আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়।এদিন সকাল ছ'টা থেকে শিয়ালদহের দক্ষিণ শাখায় ডায়মন্ড হারবার লাইনে রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান নিত্যযাত্রীরা। রেল অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেল পুলিশের আধিকারিক। রেল অবরোধের জেরে মগরাহাট, হোটর, উত্তর রাধানগর-সহ একাধিক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে আপ ও ডাউনের ট্রেন।
উত্তর রাধানগর স্টেশনে অবরোধ ওঠে সাড়ে ন'টা নাগাদ। কিন্তু ধামুয়া স্টেশনে ওভারহেড তারে প্রচুর কলাপাতা ফেলার জন্য ফের ট্রেন চলাচলের বিষয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।উত্তর রাধানগর স্টেশনে অবরোধ উঠলেও পৌনে দশটা নাগাদ মগরাহাট, হোটর স্টেশনে নতুন করে অবরোধ হয়। রেল লাইনের ওপর কংক্রিটের স্লিপার ফেলে অবরোধ চলে। বেলা ১১ টা থেকে তবে এই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় বলে রেল দফতর সূত্রে জানা গেল।

জওয়ানের মৃত্যু, শোকের ছায়া সোয়াশা গ্রামে

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: সেনাবাহিনীর জওয়ানের মৃত্যুতে শোকের ছায়া পুরো গ্রামে। বীরভূম জেলার রামপুরহাট ব্লকের সোয়াশা গ্রামে গণেশ (পটল) মণ্ডল নামে এক সেনার মৃত্যুতে শোকের ছায়া গোটা গ্রামে। এই গণেশ (পটল) মণ্ডল তিনি একজন ভারতীয় আর্মি সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন দীর্ঘদিন। তারপরে তিনি আর্মি ছেড়ে আসাম রাইফেলের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১ লা বৈশাখ মঙ্গলবার আসামে তিনি তার ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয় তার। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। সেনা গণেশ (পটল) মণ্ডলের মৃতদেহ সরকারি সেনাবাহিনী নিয়ম অনুযায়ী তার বাড়িতে এসে পৌঁছায় আজ ৩ রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার। মৃতদেহ বাড়িতে আসতেই পরিবারে মা স্ত্রী ছোট ছোট ছেলে ও মেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এদিন মৃতদেহর সঙ্গে আসেন ভারতীয় আর্মি সেনাবাহিনী দুটি গাড়ি ও বেশ কিছু জওয়ান। জওয়ানরা সেনা গণেশ (পটল) মণ্ডলের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেন এবং পরিবারের লোকজন ও গ্রামের লোকজনের সামনে সেনারা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সাথে শেষ সম্মান জানান। তারপর গ্রামের রীতিনীতি মেনে হিন্দু ধর্ম মোতাবেক শেষকৃত্যের জন্য তাকে নিয়ে যাওয়া হয় তারাপীঠ মহাশ্মশানে।

হিন্দু-মুসলিম শিশু পড়ুয়ারা এখনও অভিন্ন হৃদয় স্কুলের মিড মিলেও

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ঘটনা দিয়ে রাজ্যের সব জায়গার চিত্র এক করা যায় না। তার নিদর্শন মাধার এক গ্রাম। সেখানে এক থালাতেই স্কুলে মিড মিলের খাওয়া খাচ্ছে হিন্দু মুসলিম সব সম্প্রদায়ের শিশুরা। স্টিলের থালায় ভাতের উপরে ছড়ানো সয়াবিন,আলুর ঝোল।
এক থালায় বসে পাশাপাশি বসে ভাত মেখে খেতে ব্যস্ত দুই নিষ্পাপ বালক। তাদের একজনের নাম সন্দীপ সাহা এবং অপরজন সোলেমান শেখ। মোথাবাড়ির অলিটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের ডাইনিং টেবিলে সন্দীপ সোলেমানের খোশ মেজাজে ভাত খাওয়ার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ফের ভাইরাল হয়ে উঠেছে মালদায়। মোথাবাড়ি, মুর্শিদাবাদ আবহে সন্দীপ, সোলেমান জুটির ভাগ করে ভাত খাওয়ার দৃশ্য জেলার সম্প্রীতির ছবি ফুটে উঠেছে বলে মত শিক্ষক থেকে গ্রামবাসীদের।
মোথাবাড়ি বিধানসভার বাঙিটোলা চক্রে ১৯৪৭ সালে গড়ে ওঠে অলিটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলে প্রাক্ প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ২৮১জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। প্রধান শিক্ষক সহ ১০ জন শিক্ষক রয়েছেন। দ্বিতল স্কুল বাড়ির দেওয়াল জুড়ে কার্টুন এবং মনীষীদের ছবি।
মিড ডে মিল খাওয়ার জন্য ঝা চকেচকে ডাইনিং রুম। সে স্কুলেই ছাত্র বাঙিটোলা ফিল্ড পাড়ার বাসিন্দা সন্দীপ সাহা এবং সোলেমান শেখ।
জানা গিয়েছে, সন্দীপের বাবা শম্ভু সাহা ভ্যান চালান। আর সোলেমানের বাবা রসুল শেখ দিনমজুর। সন্দীপ তিন ভাই এবং সোলেমানের পাঁচ বোন ও তিন ভাই। প্রায় আট মাস আগে স্কুলের ডাইনিং রুমে মিড-ডে মিল এক থালায় সন্দীপ এবং সোলোমানকে খেতে দেখে মোবাইলে ভিডিয়ো বন্দি করেন স্কুলেরই শিক্ষক রবিউল ইসলাম। তাদের ভাত খাওয়ার ভিডিয়ো সমাজ মাধ্যমে পোস্টও করেছিলেন রবিউল। মোথাবাড়ি এবং মুর্শিদাবাদে অস্থিরতার পরে ফের সে ভিডিয়ো তিনি সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করেন। মালদার সম্প্রীতির ছবি হিসেবে বছর আটের সন্দীপ এবং সোলেমানের ভিডিয়ো এখন ভাইরাল নেট দুনিয়ায়।

প্রথম নজর

তালিবানের ‘সন্ত্রাসী’ তকমা বাতিল করল রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার তালিবানকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে দেওয়া স্বীকৃতি প্রত্যাহার করেছেন। আফগানিস্তানের বর্তমান শাসকদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করে ইসলামপন্থী গোষ্ঠীটি, যখন দেশটির আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারকে সমর্থনকারী যুক্তরাষ্ট্র তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়। মস্কো সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রত্যাহারকে ‘ব্যর্থতা’ হিসেবে অভিহিত করেছিল এবং তার পর থেকেই তালিবান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নিচ্ছে, তাদের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অংশীদার এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় মিত্র হিসেবে বিবেচনা করে। রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা তাস অনুসারে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ওলেগ নেফেদভ বলেছেন, ‘তালিবানের কার্যক্রমের ওপর আগে থেকে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা, যা তাদের সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে একক ফেডারেল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল, সেটি এখন স্থগিত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে আইনি কার্যকারিতায় পরিণত হবে।’ গত মাসে রাশিয়ার প্রসিকিউটর জেনারেল তালিবানের ‘সন্ত্রাসী’ তকমা বাতিলের জন্য আদালতে আবেদন করেছিলেন। এর আগে তালিবান শীর্ষ কর্মকর্তারা একাধিকবার রাশিয়া সফর করেন। ২০২২ ও ২০২৪ সালে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ফোরামে সেন্ট পিটার্সবার্গে তালিবান প্রতিনিধিদল অংশ নেয় এবং ২০২৩ সালের অক্টোবরে তালিবানের প্রধান কূটনীতিক রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে মস্কোয় বৈঠক করেন। এদিকে এই তকমা প্রত্যাহার করা তালিবান শাসকদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়ার সমতুল নয়। তারা এখনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে এতে করে তালিবান প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রকাশ্যে বৈঠক করতে এখন রুশ কর্মকর্তাদের আর অস্বস্তিতে পড়তে হবে না।

তালিবানকে ঘিরে মস্কোর মনোভাব গত দুই দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এই গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে ১৯৯৪ সালে, আফগান গৃহযুদ্ধ চলাকালে। এদের অনেকেই ছিল সেই মুজাহিদিন, যারা বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে সোভিয়েত সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধ হাজার হাজার সোভিয়েত সেনার প্রাণহানির কারণ হয়ে উঠেছিল এবং তা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ত্বরান্বিত করেছিল।

চিনের শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

আপনজন ডেস্ক: চীন তার শিক্ষাব্যবস্থায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) যুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই এবং শ্রেণিকক্ষে সরাসরি এআই প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করতে যাচ্ছে দেশটি। বুধবার চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত এক সরকারি প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

এই উদ্যোগ কার্যকর হবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে—যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এআই প্রযুক্তির সুবিধা নিতে পারবেন। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীন উদ্ভাবনকে আরো উৎসাহিত করতে এবং ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধির নতুন দিক খুঁজতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ‘মৌলিক দক্ষতা’ গঠনে সহায়ক হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, যোগাযোগ এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করার ক্ষমতা বাড়বে। এ ছাড়া এআই প্রযুক্তির সংযুক্তির ফলে শ্রেণিকক্ষ হয়ে উঠবে আরো উদ্ভাবনী ও চ্যালেঞ্জিং—যেখানে শেখার পদ্ধতি হবে আরো আধুনিক। এর আগে জানুয়ারিতে চীনা স্টার্টআপ ‘ডিপসিক’ আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত হয়। ‘ডিপসিক’ চীনা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই চালিত চ্যাটবট। ডিপসিকের মূল প্রতিষ্ঠানটি বলছে, তাদের নতুন এআই মডেল বাজারের শীর্ষ এই মডেল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক চ্যাটজিপিটির সমকক্ষ। তবে চ্যাটজিপিটির তুলনায় তাদের এআই মডেল তৈরিতে খরচ হয়েছে বহুগুণ কম। এর পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এআইভিত্তিক কোর্স চালু ও ভর্তি প্রক্রিয়া সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। চীন প্রথমবারের মতো শক্তিশালী শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে শিক্ষা খাতে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত মানের শিক্ষা নিশ্চিত করাই এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আল আকসায় ইহুদিদের প্রার্থনা

আপনজন ডেস্ক: অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদে কয়েক ডজন ইসরাইলি অবৈধ বসতি স্থাপনকারী (সেটলার) জোর করে ঢুকে ধর্মীয় আচার পালন করেছে।

বৃহস্পতিবার স্থানীয় সূত্রের বরাত দিয়ে কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আলজাজিরা এই সংবাদ জানিয়েছে। সূত্ররা জানিয়েছেন, ইহুদি সেটলাররা মসজিদ চত্বরে অনুপ্রবেশ করে ধর্মীয় আচার পালন করেন। এ সময় ইসরাইলি সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদেরকে সুরক্ষা দেন।

জেরুজালেমের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চুক্তি অনুযায়ী, ইসলাম ধর্মের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান হিসেবে বিবেচিত ওই মসজিদ চত্বরে অমুসলিমদের কোনো ধরনের ধর্মীয় আচার পালনের অনুমতি নেই।

ইহুদিদের পাসওভার ছুটির মধ্যে বেশ কয়েকবার আল-আকসার চত্বরে সেটলাররা অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা চালিয়েছে।আজ এই ছুটির ষষ্ঠ দিন চলছে।

১২ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত ইহুদিদের এই ধর্মীয় উৎসব চলবে। এর আগে একসঙ্গে ৩০ জনের বেশি ইহুদি আল-আকসায় প্রার্থনা করতে পারতেন না। তবে এবারই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ইহুদিকে অনুমতি দেওয়া হলো।

১৯৬৭ সালে আল-আকসা নিজেদের দখলে নেয় ইসরাইল। চুক্তি অনুযায়ী, সেখানে মুসলমানরা নামাজ আদায় করতে পারেন। আর ইহুদিরা প্রবেশ করতে পারেন, তবে প্রার্থনার অনুমতি নেই তাদের। এরপরও সেখানে অবস্থিত ‘টেম্পল মাউন্টে’ প্রার্থনা করে থাকেন ইহুদিরা।

জেরুজালের প্রধান রাব্বিনাত ঘোষণা করেছিলেন, টেম্পল মাউন্টে ‘আধ্যাতিকভাবে পূতপবিত্র’ ইহুদি ছাড়া অন্য কেউ প্রার্থনা করতে পারবেন না। তবে বর্তমানে তা প্রায় অসম্ভব।

ফিলিস্তিনে বন্দি দিবস: অবরুদ্ধ ভূখণ্ড, কারাবন্দি জাতি

আপনজন ডেস্ক: গাজা—আধুনিক বিশ্বের একমাত্র অবরুদ্ধ ভূখণ্ড। দখলদার ইসরাইলের ‘রাষ্ট্র খেঁকো’ ছকের নিশানায় থাকা অসহায় ফিলিস্তিন মানচিত্রের একটি অংশ। বিশ্ব ইতিহাসে যাদের আরেক নাম—কারাবন্দি জাতি! বছরের পর বছর ধরে ইসরাইলের নির্মম নির্যাতনের স্বীকার হয়ে আসছে ফিলিস্তিনিরা। কখনো অবরুদ্ধ, কখনো আবার বিনা দোষে ইসরাইলের কারাগারে বন্দি। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই থেমে থেমে চলছে এই অন্যায়-অবিচার।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ শুরুর পর পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হতে শুরু করে। ইসরাইলি থাবায় এবার মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে ফিলিস্তিনের গাজা। ত্রাণ সরবরাহেও প্রতিনিয়ত ইসরাইলের বাধা। এরই মধ্যে ধরপাকড়ও বাড়িয়েছে দখলদার সেনারা। যেখানে যেভাবে পারছে ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের আস্থানায়।

বৃহস্পতিবার আলজাজিরার খবরে বলা হয়েছে, ২০২৩ সাল থেকে ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ফিলিস্তিনি বন্দিদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ৫ হাজার ২৫০ থেকে বেড়ে প্রায় ১০ হাজার হয়েছে। আলজাজিরা।

ফি বছর ১৭ এপ্রিল ফিলিস্তিনি বন্দিদের বিষয়গুলো আলোকপাত করা হয়। পুরো ফিলিস্তিনজুড়েই বন্দি দিবস পালিত হয় এই দিনে। ১৯৭৪ সালে ১৭ এপ্রিল ইসরাইলি কারাগার থেকে প্রথমবারের মতো মুক্তি পান মাহমুদ বকর হিজাজি নামের এক ফিলিস্তিনি বন্দি। এর পর থেকে প্রতিবছর এ দিনে ফিলিস্তিনি বন্দিকে সম্মান জানাতে ও ইসরাইলি দখলদারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ পালিত হয় বিশেষ এই দিবস।

বন্দিদের অধিকার সংস্থা আদ্দামির তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ইসরাইল ও অধিকৃত পশ্চিম তীরের কারাগারে বন্দি আছেন প্রায় ১০ হাজার ফিলিস্তিনি। এই বন্দিদের মধ্যে ৩ হাজার ৪৯৮ জনকে কোনো অভিযোগ ছাড়াই আটকে রাখা হয়েছে। যাদের মধ্যে ৪০০ জন শিশু, ২৭ জন নারী এবং ২৯৯ জন যাবজ্জীবন সাজা ভোগ করছেন।

আল-জাজিরা জানিয়েছে, ইসরাইলি কারাগারে এখনো আটক আছে ৪ শতাধিক শিশু। যাদের বেশিরভাগই বিচারপূর্ব বন্দি। অর্থাৎ, এখনো তাদের কোনো দোষ প্রমাণ হয়নি। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস-ইসরাইল যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ফিলিস্তিনি বন্দির সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ইসরাইলের এই আটক নীতি বহু দশক ধরে ফিলিস্তিনিদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। ফিলিস্তিনি বন্দি ও সাবেক বন্দিদের কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬৭ সাল থেকে প্রায় ১০ লাখ ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে ইসরাইল। যা ফিলিস্তিনি জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ।

স্থানীয় সংবাদ সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, কারাবন্দি দিবসে পশ্চিমতীরজুড়ে বিক্ষোভ করেছেন ফিলিস্তিনিরা। প্রিয়জনদের ছবি নিয়ে তাদের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমেছিলেন তারা।

এদিকে বুধবার ভোর থেকে গাজায় ইসরাইলি হামলায় কমপক্ষে ৩৫ জন নিহত হয়েছেন। ইসরাইলি বিমান বাহিনী খান ইউনিসে তাঁবুতে আঘাত করেছে। স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছে, কমপক্ষে ১০ ফিলিস্তিনি নিহত এবং সাতজন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ছিল। সে আগুনে জীবন্ত পুড়ে মারা যায়। হামলায় আহতরা এখন নাসের হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এ ছাড়া বৃহস্পতিবার গাজার পূর্বাঞ্চলে বিমান হামলার খবর পাওয়া গেছে। ইসরাইলি আর্টিলারি গোলাগুলো রাফাহ শহরের উত্তরাঞ্চলে শোনা গিয়েছে। তবে সর্বশেষ এ হামলায় হতাহতের কোনো প্রাথমিক খবর পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে জাতিসংঘ জানিয়েছে, গত এক মাসে গাজায় ৫ লাখ মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছে ইসরাইল। এমন অবস্থায় গাজায় এক গ্রাম খাদ্য বা সাহায্যও ঢুকতে না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইসরাইলের উগ্র-ডানপন্থি জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গভির। তার মতে, গাজায় ত্রাণ ঢুকতে দিলে তা ইসরাইলের ‘হামাসকে পরাজিত করার প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী—১৮ মাস আগে শুরু হামলায় কমপক্ষে ৫১,০৬৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এবং ১১৬,৫০৫ জন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে গাজা সরকারি মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, নিহতের সংখ্যা ৬১,৭০০-এরও বেশি।

ইরানের পরমাণু স্থাপনায় হামলার ‘ইসরায়েলি পরিকল্পনা আটকে দিলেন’ ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: ইরানের পরমাণু স্থাপনায় ইসরায়েলের হামলার পরিকল্পনা আটকে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর পরিবর্তে তিনি একটি চুক্তির মাধ্যমে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির কার্যক্রম সীমিত করার পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস। সংবাদমাধ্যটি বুধবার এক প্রতিবেদনে বলেছে, ইসরায়েল মে মাসে ইরানের পরমাণু স্থাপনাগুলোর ওপর হামলার পরিকল্পনা করেছিল।

তাদের লক্ষ্য ছিল, ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির সক্ষমতা এক বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য পিছিয়ে দেওয়া। তবে ইরানের পাল্টা হামলা থেকে ইসরায়েলকে রক্ষা করা এবং তেহরানে সফলভাবে হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা প্রয়োজন তেল আবিবের। হামলার বিষয়ে কয়েক মাস আলোচনার পর সামরিক পদক্ষেপ না নিয়ে শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়ে ইরানের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেন। এর আগে গাজা যুদ্ধ, হামাস নেতাদের হত্যা ও লেবাননে ইসরায়েলের হামলাকে কেন্দ্র করে গত বছর এপ্রিল ও অক্টোবরে ইরান ও ইসরায়েল পাল্টাপাল্টি হামলা চালায়।

এতে এই দুই আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার প্রথম মেয়াদে ২০১৫ সালে জাতিসংঘ সমর্থিত ইরানের পরমাণু চুক্তি বাতিল করেন। তিনি তেহরানের বিরুদ্ধে গোপনে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ তোলেন এবং ফের নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এর জবাবে ইরানও চুক্তির শর্ত মানার বিষয়টি কমিয়ে দেয় এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম বাড়িয়ে দেয়। গত মাসে ট্রাম্প হুমকি দেন, ‘চুক্তি না করলে’ ইরানের ওপর বোমা হামলা হবে। এর জবাবে ইরান জানায়, তারা কোনো চাপের কাছে মাথা নত করবে না। পাল্টাপাল্টি এমন হুমকির মধ্যেও গত শনিবার ওমানের মাস্কাটে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে প্রথম দফায় আলোচনায় বসেন। আগামী ১৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় আবারও বৈঠকে বসার কথা রয়েছে।

ইইউতে রেকর্ডসংখ্যক ক্ষতিকর পণ্য, অধিকাংশই প্রসাধনসামগ্রী

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশগুলোতে ২০২৪ সালে স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যের বিষয়ে রেকর্ডসংখ্যক বার্তা পেয়েছে কর্তৃপক্ষ। বেশির ভাগ পণ্যই প্রসাধনসামগ্রী। বছরটিতে ক্ষতিকর পণ্যের বিষয়ে ইউরোপীয় কমিশনের পাওয়া সতর্কতামূলক বার্তার সংখ্যা মোট চার হাজার ১৩৭। বুধবার প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

‘সেফটি গেট’ নামের একটি সংস্থার পক্ষ থেকে এই সতর্কতা পাঠানো হয়েছে। সেফটি গেট হলো ইইউর একটি নজরদারি প্রক্রিয়া, যেখানে খাদ্যসামগ্রী নয়—এমন ক্ষতিকর পণ্যের বিষয়ে তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রক্রিয়াটি চালু হওয়ার পর থেকে ২০২৪ সালেই সবচেয়ে বেশি সতর্কবার্তা পেয়েছে সংস্থাটি। স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যের তালিকার শীর্ষে রয়েছে প্রসাধনসামগ্রী।

সতর্কবার্তায় এসব পণ্যে এমন সব ক্ষতিকর রাসায়নিকের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে, যেগুলো ২০২২ সাল থেকে ইউরোপে নিষিদ্ধ। এই রাসায়নিক প্রজনন ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে এবং চামড়ায় অস্বস্তিকর অনুভূতি তৈরি করে। সেফটি গেটের বার্তায় যেসব রাসায়নিক নিয়ে বারবার সতর্ক করা হয়েছে, তা হলো জুয়েলারিতে থাকা লেড অথবা নিকেল, বডি অয়েলে থাকা প্রতিক্রিয়াশীল সুগন্ধি এবং কাপড়ে থাকা প্লাস্টিক নরম করার উপাদান। কসমেটিকসে থাকা কেমিক্যাল নিয়ে মোট ৩৬ ভাগ সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে সেফটি গেট। ১৫ ভাগ সতর্কবার্তা ছিল খেলনার বিষয়ে। ইইউভুক্ত বিভিন্ন দেশ অবশ্য ২০২৪ সালে বাজার থেকে কিছু প্রসাধনসামগ্রী প্রত্যাহার করেছিল। তালিকায় খাদ্যসামগ্রী নিয়ে কোনো বার্তা ছিল না। খাদ্যসামগ্রীতে ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান নির্ণয়ের বিষয়ে ভিন্ন আরেকটি নজরদারি ব্যবস্থ্যা রয়েছে ইইউর।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির অধিকার হারাতে পারে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোয়েম হুমকি দিয়েছেন, যদি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ‘অবৈধ ও সহিংস কর্মকাণ্ড’ সম্পর্কিত রেকর্ড জমা না দেয়, তাহলে তাদের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তি করার ক্ষমতা বাতিল করে দেওয়া হবে। বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘোষণা দিয়েছে ডিএইচএস (ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি)।

নোয়েম হার্ভার্ডের বিদেশি শিক্ষার্থীদের অবৈধ ও সহিংস কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ৩০ এপ্রিলের মধ্যে জমা দিতে বলেছেন। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয়টির স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর প্রোগ্রাম (এসইভিপি) সার্টিফিকেশন বাতিল করা হবে।

খবর সিএনএনের। এই সার্টিফিকেশন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ফর্ম ইস্যু করার অনুমতি দেয়, যা তারা আমেরিকায় প্রবেশের ভিসা পাওয়ার জন্য ব্যবহার করে থাকে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে হার্ভার্ডে ৬ হাজার ৭৯৩ জন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী রয়েছে, যা মোট ভর্তি শিক্ষার্থীর ২৭.২%।

বুধবার ডিএইচএস আরও জানিয়েছে, হার্ভার্ডের দুটি ফেডারেল অনুদান বাতিল করা হয়েছে, যার মোট মূল্য ২.৭ মিলিয়ন ডলার। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন, তারা এই চিঠি সম্পর্কে অবগত, তবে পূর্বের বিবৃতিতে তারা যা বলেছে, সেটাই পুনর্ব্যক্ত করছেন– ‘বিশ্ববিদ্যালয় তার স্বাধীনতা ত্যাগ করবে না এবং সাংবিধানিক অধিকারও ছাড়বে না।’ তিনি বলেন, আমরা আইন মেনে চলব এবং প্রত্যাশা করব প্রশাসনও একই কাজ করবে। আমাদের সম্প্রদায়ের কারও বিরুদ্ধে যদি ফেডারেল পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাহলে আমরা আশা করি তা স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে, নির্ধারিত আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকারকে সম্মান করেই করা হবে।’ সম্প্রতি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গাজার ওপর ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে প্রো-প্যালেস্টাইনি প্রতিবাদ বেড়ে যাওয়ায় ট্রাম্প প্রশাসন একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে।

ট্রাম্প এসব প্রতিবাদকারীদের পররাষ্ট্র নীতির জন্য হুমকি এবং হামাসের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৩ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫০	৫.১৩
যোহর	১১.৪১	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৬.০৩	
এশা	৭.১৬	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৭	

লেজার ক্ষেপণাস্ত্রে বড় সাফল্য ইরানের

আপনজন ডেস্ক: লেজার প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রগতির মাধ্যমে ইরান এশিয়া এমনকি গোটা বিশ্বেই বিশেষ অবস্থানে পৌঁছে গেছে। লেজার প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক ও প্রতিরক্ষা গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। শিল্প ক্ষেত্র থেকে শুরু করে উন্নত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পর্যন্ত সর্বত্রই এর বিস্তৃত প্রয়োগ রয়েছে। পার্সটুডের তথ্য বলছে, ইরান এই ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে এবং লেজার প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

নারী মানে কেবল জৈবিক নারীই : যুক্তরাজ্য

আপনজন ডেস্ক: নারীর আইনি সংজ্ঞা নির্ধারণী রায় দিয়েছে যুক্তরাজ্যের সুপ্রিম কোর্ট। বলা হয়েছে, সমতা আইনে ‘নারী’ তারাই যাদের জৈবিক লিঙ্গ নারী—অর্থাৎ জন্মসূত্রে বা শারীরিকভাবে যারা নারী। ২০১০ সালের সমতা আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে আদালত এই রায় দেন। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো ‘নারী’র সংজ্ঞা চূড়ান্ত করলেন যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত। খবর রয়টার্স ও বিবিসির।

ওই আইনে উল্লিখিত পরিভাষা ‘নারী’ ও ‘লিঙ্গ’ বলতে কেবল জৈবিক নারী এবং জৈবিক লিঙ্গই বোঝানো হয়েছে বলে সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দেওয়ার মানে হলো, রূপান্তরকামী (ট্রান্সজেন্ডার) কারো নারী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার সার্টিফিকেট থাকলেও আইনটির আওতায় সমতার বিচারে তাদের নারী বলে বিবেচনা করা উচিত না। ব্রিটিশ সমতা আইনে শুধু জন্মসূত্রে নারীরই বৈষম্য থেকে সুরক্ষা পাওয়া উচিত– এই যুক্তিতে স্কটিশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন ‘ফর উইমেন স্কটল্যান্ড’। সেই মামলাতেই সুপ্রিম কোর্ট সর্বসম্মত ওই রায় দিয়েছে।

তবে বিচারপতি লর্ড হজ বলেছেন, ‘এই সিদ্ধান্তকে এক পক্ষের অপর পক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় হিসেবে দেখা উচিত নয়।’ কারণ তিনি বলেন, এ আইনে ‘জেন্ডার রি-অ্যাসাইনমেন্ট’ বৈশিষ্ট্যের আওতায় বৈষম্য থেকে ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষা এখনো রয়েছে।

নেতানিয়াহুকে গ্রেফতার না করায় হাঙ্গেরির কাছে ব্যাখ্যা চাইল আইসিসি

আপনজন ডেস্ক: গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকার পরও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়নি; এ জন্য হাঙ্গেরিকে ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)।

বুধবার জারি করা এক বিবৃতিতে আদালত আগামী ২৩ মে’র মধ্যে বুদাপেস্টকে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা জমা দেওয়ার অনুরোধ করেছে। খবর টাইমস অব ইসরায়েল ও মিডল ইস্ট আইয়ের।

হেগ-ভিত্তিক ট্রাইব্যুনালের মতে, নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গত বছরের নভেম্বরে আইসিসি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে।

এর কয়েক মাস পর গত ৩ থেকে ৬ এপ্রিল নেতানিয়াহু হাঙ্গেরি সফরে ছিলেন। সফরকালে গাজা গণহত্যার অংশ হিসেবে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক ওয়ান্টেড নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তার করতে হাঙ্গেরি অস্বীকৃতি জানায়। দেশটির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তবে রোম সংবিধিতে স্বাক্ষরকারী হাঙ্গেরি এ ধরনের পরোয়ানা মেনে চলতে বাধ্য।

আদালত দাবি করেছেন, ৩ এপ্রিল, যেদিন নেতানিয়াহু হাঙ্গেরিতে অবতরণ করেন, সেদিন আদালত কর্তৃক বুদাপেস্টে পাঠানো একটি আনুষ্ঠানিক অনুরোধ সত্ত্বেও নেতানিয়াহুকে গ্রেপ্তার করতে অস্বীকৃতি জানায় হাঙ্গেরি।

ভুলে আমেরিকা থেকে বিতাড়িত ব্যক্তিকে আর ফেরত নেবে না আমেরিকা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের বাসিন্দা কিলমার আব্রেগো গার্সিয়াকে মার্কিন কর্মকর্তারা ভুলভাবে এল সালভাদরে একটি কারাগারে নির্বাসিত করেছে বলে স্বীকার করেছেন। তবে তিনি আর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এসে বসবাস করতে পারবেন না বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। খবর বিবিসির।

বুধবার হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট আব্রেগো গার্সিয়াকে গ্যাং সদস্য বলে অভিযুক্ত করেন এবং ২৯ বছর বয়সী এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য সহিংসতার অভিযোগ তোলেন। তিনি উল্লেখ করে বলেন, তার মার্কিন নাগরিক স্ত্রী একবার তার বিরুদ্ধে একটি সুরক্ষামূলক আদেশের জন্য আবেদন করেছিলেন। তবে মার্কিন একটি আদালতের বিচারক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনকে গার্সিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনার আদেশ দিয়েছেন – কিন্তু সালভাদরের প্রেসিডেন্ট নাইব বুকেলে এই সপ্তাহের শুরুতে বলেছেন, তিনি তা করার ‘ক্ষমতা রাখেন না।’

গত সোমবার ওভাল অফিসে গার্সিয়াকে ফেরত পাঠানো নিয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রেসিডেন্ট বুকেলে বলেন, ‘এই প্রশ্নই অযৌক্তিক। কীভাবে আমি একজন সন্ত্রাসীকে যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করব? আমি এটা করছি না।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ১০৪ সংখ্যা, ৪ বৈশাখ ১৪৩২, ১৯ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি

পৃথিবী

একদিকে পরমাণু যুদ্ধের চোখ রাঙানি, অন্যদিকে জলবায়ুর পরিবর্তন। পৃথিবী কি মানুষের জন্য বসবাসোপযুক্ত থাকিবে? পৃথিবী ধ্বংস হইয়া গেলে কোথায় যাইবে মানুষ? এই ধরনের অতি সাবধানি ও হতাশাবাদী ধারণা হইতে অনেকে চোখ রাখিয়াছেন চাঁদের দিকে। অনেকে মনে করেন মানুষ ক্রমশ মঙ্গলে গিয়া বসতি স্থাপন করিবে। তবে সম্প্রতি প্যারিসে জলবায়ুসংক্রান্ত বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এক হাত লইয়াছেন এই ধরনের অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং ইউটোপীয় ভাবনার ধনকুবেরদের। উল্লেখ থাকে যে, ইলন মাস্কের 'স্পেসএক্স' তাহাদের স্টারশিপ মেগা-রকেট তৃতীয় বারের জন্য পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করিতে যাইতেছে। এই মিশনের উদ্দেশ্য হইল—মঙ্গল গ্রহ মানুষের বসবাসের উপযোগী কি না, তাহা যাচাই করিয়া দেখা। ২০৫০ সালের মধ্যে মঙ্গল গ্রহে কয়েক লক্ষ মানুষ পাঠাইবার ব্যাপারে উচ্চাশামূলক অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেন ইলন মাস্ক। অন্যদিকে, জেফ বেজোসের 'ব্লু ওরিজিন' আগামী আগস্টেই তাহাদের 'নিউ গ্লেন' মেগা রকেট পরীক্ষা করিতে চলিতেছে। এই পরিস্থিতিতে ওবামা বলিয়াছেন যে, মঙ্গলে জনবসতি গড়িবার স্বপ্ন না দেখিয়া পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। পরমাণু যুদ্ধ ঘটিয়া গেলেও পৃথিবী লাল গ্রহ হইতে অনেক অধিক বাসযোগ্য থাকিবে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন যে, যাহারা মঙ্গলে জনবসতি গড়িবার কথা ভাবিতেছেন আমি তাহাদের দিকে তাকাইয়া ভাবি, তাহারা কীসকল বলিতেছেন? ওবামা মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তন যদি একান্ত আটকানো না যায়, তাহা হইলেও পৃথিবীতে অক্সিজেন থাকিবে। বাস্তবতা বোধবুদ্ধিসম্পন্ন ধীশক্তিমান বারাক ওবামা যথার্থই বলিয়াছেন। কারণ মঙ্গল গ্রহে প্রাণের বিকাশের জন্য প্রধান ও অপরিহার্য উপাদান প্রায় কোনোটাই নাই। সেইখানে নাই পৃথিবীর মতো উপযুক্ত বায়ুমণ্ডল। নাই অক্সিজেন। মহাজাগতিক রশ্মি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেই গ্রহে নাই চুম্বকীয় ক্ষেত্র। আর জল এবং তাপমাত্রার তফাত সুবিশাল। পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তনের পর সবচাইতে খারাপ অবস্থাও মঙ্গল গ্রহের চাইতে শতগুণ ভালো। মঙ্গলে আবাসের উপযুক্ত জায়গা তৈরি করার চাইতে সম্ভবত প্রশান্ত মহাসাগরের অতি গভীরে গিয়াও বসতি স্থাপন করা অধিক সহজ ও কম ব্যয়বহুল। সত্যিকার অর্থে আমরা এত অপূর্ব একটি গ্রহে বসবাস করিতেছি, যাহার তুলনা চলে না। মহান সৃষ্টিকর্তা কী অপূর্ব সৃষ্টি-সুষমায় এই ধরণিকে অলংকারিত করিয়াছেন! এইখানে প্রকৃতি এবং প্রাণিজগতের অপূর্ব লীলাখেলা দেখিয়া আমরা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে শুধু এইটুকু বুঝিতে পারি—পৃথিবীর তুল্য আর কিছু নাই। সেই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার 'তালগাছ' কবিতায় বলিয়াছেন—(তালগাছ) 'মনে মনে ভাবে, বুঝি ডানা এই,/ উড়ে যেতে মানা নেই/ বাসাখানি ফেলে তার।' তাহার পর কী হইল? তালগাছ 'মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে/ তারাদের এড়িয়ে/ যেন কোথা যাবে ও।'

এই তালগাছের মতো কিছু ধনকুবের অতি ব্যয়বহুল প্রকল্প হাতে লইয়া ভাবিতেছেন—পৃথিবীতে নহে, ঊর্ধ্বগগনে গড়িয়া তুলিবেন সাম্রাজ্য, নূতন উপনিবেশ। ইহা সত্য যে, আমরা এখন উষ্ণতম দিনের রেকর্ড প্রতিনিয়তই ভাঙিতেছি। বলা হয় ১ লাখ ২০ হাজার বত্সরের পুরাতন তাপমাত্রার রেকর্ড দিনের পর দিন ভাঙিয়া দিতেছি আমরা; কিন্তু ইহা মুদ্রার একটি পিঠ। অপর পিঠ বলিতেছে, পৃথিবীর অবস্থা যতই খারাপ হউক না কেন, তাহার পরও পৃথিবীর তুলনা আমাদের জ্ঞান মহাবিশ্বের আর কোথাও নাই। সুতরাং বারাক ওবামার মতো আমরাও মনে করি, এই পৃথিবীর যত্ন নেওয়ার জন্যই আমাদের বিনিয়োগ করা উচিত। জ্ঞান আহরণ এবং নূতন আবিষ্কারের জন্য মহাকাশ লইয়া গবেষণা চলিতে পারে বটে, তবে মনুষ্যবসতি তৈরির মতো অতি ব্যয়বহুল প্রকল্প বিপুল-বিশাল অপচয় মাত্র। 'তালগাছ' কবিতায় তালগাছ যেমন ফ্যান্টাসির মতো চন্দ্রতারা মহাবিশ্ব ঘুরিয়া আসিবার পর অবশেষে পৃথিবীর দিকেই মন ফিরায়, আমাদের ধনকুবেরদেরও তালগাছের মতো তাহাদের মনটিকে পৃথিবীর দিকেই ফিরাইতে হইবে।

•••••••••••••

আমেরিকা এখন আর আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ দেশ নয়

যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জীবন এখন অত্যন্ত অনিশ্চিত ও আতঙ্কপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এটি কেবল ফিলিস্তিন সংহতির প্রতিবাদ বা মতপ্রকাশের বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে—এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। একবার এই নজির তৈরি হয়ে গেলে, আমেরিকায় এখন প্রতিটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে মেনে নিতে হবে যে তাঁরা যেকোনো সময় (শুধু একটি প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার জন্য, কোনো একটি নিবন্ধ লেখার জন্য বা এমন একটি মতপ্রকাশের জন্য, যা হোয়াইট হাউস বা তার মিত্রদের অসন্তুষ্ট করে) অপহৃত, আটক কিংবা বহিষ্কৃত হতে পারেন। লিখেছেন সোমদীপ সেন।

যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জীবন যে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকিতে ডুবে আছে, তা কোনোভাবেই হালকা করে দেখার সুযোগ নেই।

২০০৩ সালে কলকাতা থেকে উত্তর নিউইয়র্কের একটি ছোট লিবারেল আর্টস কলেজে স্নাতক পড়তে যাওয়ার সময় আমার প্রথম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তখন মার্কিন নেতৃত্বে 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' তুঙ্গে। আমার নিউইয়র্ক পৌঁছানোর কয়েক মাস আগেই মার্কিন বাহিনী ইরাক আক্রমণ করেছিল। ক্যাম্পাসে 'অশুভ অক্ষশক্তি'-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে উগ্র জাতীয়তাবাদ, ক্লাসে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনার অভাব, বিমানবন্দরে 'এলোমেলো' নিরাপত্তা তল্লাশি বা মিডিয়ায় ইসলামভীতি ও বর্ণবিদ্বেষ—সব মিলিয়ে খুব দ্রুতই বুঝতে পেরেছিলাম, আমার মতো দেখতে কাউকেই 'মুক্তির দেশে' স্বাগত জানানো হয় না।

এর পরের বছরগুলোতেও যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আসা শিক্ষার্থীদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। অনেক মার্কিনের চোখে তাঁরা অবিশ্বস্ত, অবাঞ্ছিত বিদেশি। তবে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে এই অনিশ্চয়তা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র শুধু অসহিষ্ণুই নয়, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য স্পষ্টতই বিপজ্জনক।

ট্রাম্প আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জীবনকে আগের চেয়েও কঠিন করেছেন। তিনি নির্বাচনী প্রচারে বলেছিলেন, মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'মার্ক্সবাদী ও চরম বামপন্থী' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ক্যাম্পাসে ফিলিস্তিন সমর্থকদের তিনি ঘৃণা করেন। ২০২৩ সালের অক্টোবরেই তিনি ঘোষণা দেন, পুনর্নির্বাচিত হলে ফিলিস্তিন বিক্ষোভে জড়িত 'উগ্র, মার্কিনবিরোধী, ইহুদিবিদ্বেষী বিদেশি' শিক্ষার্থীদের ভিসা বাতিল করবেন। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি ফিলিস্তিনসমর্থক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের টার্গেট করতে শুরু করেন। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক মাহমুদ খলিল। ফিলিস্তিন বিক্ষোভের সময় শিক্ষার্থী ও প্রশাসনের মধ্যে মধ্যস্থতা করা খলিল গ্রিনকার্ডধারী হওয়া সত্ত্বেও ট্রাম্প প্রশাসন তাঁকে ডিপোর্ট করার চেষ্টা করছে। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলা হয়েছে যে তিনি 'হামাস-সমর্থক, অমার্কিন' কর্মকাণ্ডে জড়িত। ২০২৪ সালের মার্চে নিউইয়র্কের বাড়ি থেকে তাঁর গর্ভবতী মার্কিন স্ত্রীর সামনেই আইসিই অফিসাররা তাঁকে গ্রেপ্তার করে লুইজিয়ানার একটি ডিটেনশন সেন্টারে রাখেন। অন্য একটি ঘটনায় টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি শিক্ষার্থী ও তুর্কি নাগরিক রুমেইসা ওজতুর্ককে বোস্টনে মাস্ক পরা পুলিশ অপহরণ করে। তাঁকে ওই একই ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হয়। তাঁর অপরাধ? ইসরায়েল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনিয়োগ প্রত্যাহারের দাবি করে টাফটস একটি ডেইলিতে একটি কলাম লিখেছিলেন। এ ঘটনাগুলো প্রমাণ করে, ট্রাম্পের আমলে যুক্তরাষ্ট্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হুমকির মুখে। ফিলিস্তিনি অধিকারের সমর্থন করলেই শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। ফলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য মার্কিন ক্যাম্পাসগুলো এখন আর স্বপ্নের গন্তব্য নয়; বরং ভয় ও অনিশ্চয়তার জায়গা।

জর্জটাউন ইউনিভার্সিটির পোস্টডক্টরাল স্কলার ও ভারতীয় নাগরিক বাদার খান সুরি এখন টেক্সাসের একটি আইসিই (ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট) ডিটেনশন সেন্টারে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়েছেন। তাঁকেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা চলছে। অথচ সুরি কোনো ফিলিস্তিন সংহতি আন্দোলনেও অংশ নেননি। তাঁর অপরাধ বলে মনে করা হচ্ছে, তিনি গাজার হামাস সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আহমেদ ইউসুফের জামাই। তবে ইউসুফ এক দশকের বেশি সময় আগে হামাসের রাজনৈতিক শাখার পদ ছেড়েছেন এবং ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলাকে 'একটি ভয়াবহ ভুল' বলে মন্তব্য করেছেন।

এরপর কর্নেল ইউনিভার্সিটির পিএইচডি প্রার্থী মোমোদু তালের ঘটনার কথা বলা যায়। তিনি যুক্তরাজ্য ও গাম্বিয়ার দ্বৈত নাগরিক এবং ফিলিস্তিন সংহতি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। এরপর মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা থেকে তিনি আড়ালে চলে যান এবং দুই সপ্তাহের বেশি সময় আত্মগোপনে থাকার পর শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এই ঘটনাগুলো কেবল হিমশৈলের চূড়া। ট্রাম্প প্রশাসন ইতিমধ্যে শত শত আন্তর্জাতিক ছাত্রের ভিসা বাতিল করেছে। কারণ, তাঁরা ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ-সম্পর্কিত পোস্ট দিয়েছিলেন।

১০ এপ্রিল পর্যন্ত দেশের ১০০টির বেশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০০-এর বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে এবং এখনো এর কোনো শেষ দেখা যাচ্ছে না।

মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এখন বিদেশি নাগরিকদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করছে এবং যাঁরা ফিলিস্তিন সংহতিমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন বা ট্রাম্প প্রশাসনের ভাষায় 'ইহুদিবিদ্বেষী কর্মকাণ্ডে' অংশ নিয়েছেন, তাঁদের ভিসা ও গ্রিনকার্ড প্রত্যাখ্যান করছে।

এদিকে আমেরিকার শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন এই চাপের সামনে মাথানত করেই চলেছে। তারা যেন ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতেই তাদের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের বিপদের মুখে ফেলে দিচ্ছে, যাতে ফেডারেল ফান্ডিং বন্ধ না হয়।

যেমন কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির কথা বলা যায়। ফিলিস্তিন সংহতি আন্দোলনের সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের 'নিষ্ক্রিয়তা'র অভিযোগ তুলে ট্রাম্প প্রশাসন যখন ৪০০ মিলিয়ন ডলার ফেডারেল তহবিল আটকে দেয়, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত নতিস্বীকার করে। অথচ তাদের নিজস্ব তহবিল প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু এরপরও তারা ক্যাম্পাসে আন্দোলন ঠেকাতে নীতিমালা পরিবর্তন করে, নিরাপত্তা জোরদার করে এবং ফিলিস্তিন সংহতি ক্যাম্প বা প্রতিবাদ যেন আর না হয়, সে ব্যবস্থা নেয়।

এ ছাড়া ট্রাম্প প্রশাসন দাবি করে, কলাম্বিয়ার মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকাবিষয়ক স্টাডিজ বিভাগকে পাঁচ বছরের জন্য 'একাডেমিক রিসিভারশিপ'-এর আওতায় আনতে হবে।

সাধারণভাবে এই ব্যবস্থা তখনই নেওয়া হয়, যখন কোনো বিভাগ বা প্রোগ্রাম ব্যর্থ হয়ে পড়ে এবং তাকে 'ঠিক পথে' ফিরিয়ে আনতে হয়। ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভাগটির ওপর নজরদারি করতে একজন নতুন সিনিয়র ভাইস প্রভোস্ট নিয়োগ দেয়।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিও একই রকম চাপের মুখে পড়ে। ট্রাম্প প্রশাসন তাদের ফেডারেল ফান্ডিং অব্যাহত রাখতে কয়েকটি দাবি তোলে, যার মধ্যে ছিল 'পক্ষপাত দূর করা, মতবৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা এবং আদর্শিক একচেটিয়া প্রভাব বন্ধ করা'; বিশেষত সেসব বিভাগে যেগুলো 'ইহুদিবিদ্বেষী হয়রানির' পরিবেশ তৈরি করছে। যদিও কলাম্বিয়ার মতো নির্দিষ্ট কোনো বিভাগের নাম উল্লেখ করা হয়নি। তবে হার্ভার্ড প্রশাসন বুঝে নেয়, তাদের কী করতে হবে।

হার্ভার্ডের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্বর্তী ডিন ডেভিড এম কাটলার ফিলিস্তিন বিষয়ে 'একপক্ষীয়'-এর অভিযোগ তুলে মধ্যপ্রাচ্য স্টাডিজ কেন্দ্রের নেতৃত্ব বরখাস্ত করেন। তিনি বলেন, ফিলিস্তিন বিষয়ে কেন্দ্রটির প্রোগ্রামগুলোতে 'দৃষ্টিভঙ্গির ভারসাম্য ও বৈচিত্র্য' নেই। হার্ভার্ড একই সঙ্গে পশ্চিম তীরে অবস্থিত ফিলিস্তিনি বিশ্ববিদ্যালয় বিরজেইতর সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করে।

আমেরিকার অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যেভাবে ট্রাম্পের দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় যে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের জায়গা হিসেবে নিজেদের মূল উদ্দেশ্য দেখছে না; বরং এখন তারা এমন এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যারা আর সত্যিকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়; বরং কেবল একটি ব্যবসা—যেখানে একটি পণ্যের (অর্থাৎ কলেজ ডিগ্রি) বিনিময়ে একজন ক্রেতা (অর্থাৎ ছাত্র) টাকা দেন। এ কারণেই হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের রক্ষা না করাই ভালো। কারণ, তাঁদের কারণে প্রতিষ্ঠানটি যত টাকা ফেডারেল তহবিল থেকে হারাচ্ছে, তা তাঁরা নিজেরা টিউশন ফি দিয়ে পুষিয়ে দিতে পারছেন না।

ট্রাম্প প্রশাসনের ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনে জড়িত বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পাশাপাশি, তারা আরও একটি আক্রমণ শুরু করে ডাইভার্সিটি, ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ইনক্লুশন (ডিইআই) বা বৈচিত্র্য, সমতা ও অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগগুলোর বিরুদ্ধে। অথচ এই ডিইআই উদ্যোগগুলোর কারণে বিগত বছরগুলোতে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু পটভূমি থেকে আসা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য কিছুটা হলেও বন্ধুসুলভ হয়ে উঠেছিল।

এ দুই ধরনের নীতির মিলিত প্রভাবে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য, বিশেষত বৈশ্বিক দক্ষিণ (গ্লোবাল সাউথ) থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য একেবারেই বৈরী পরিবেশে পরিণত হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জীবন এখন অত্যন্ত অনিশ্চিত ও আতঙ্কপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এটি কেবল ফিলিস্তিন সংহতির প্রতিবাদ বা মতপ্রকাশের বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে—এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। একবার এই নজির তৈরি হয়ে গেলে, আমেরিকায় এখন প্রতিটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে মেনে নিতে হবে যে তাঁরা যেকোনো সময় (শুধু একটি প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার জন্য, কোনো একটি নিবন্ধ লেখার জন্য বা এমন একটি মতপ্রকাশের জন্য, যা হোয়াইট হাউস বা তার মিত্রদের অসন্তুষ্ট করে) অপহৃত, আটক কিংবা বহিষ্কৃত হতে পারেন।

এমনকি কোনো আত্মীয়ের আগের কোনো চাকরির কারণেও তাঁদের আটক ও বহিষ্কারের মুখোমুখি করা যেতে পারে।

এই অবস্থায় আইনি কিংবা রাজনৈতিক দিক দিয়ে খুব একটা সহায়তার আশা নেই। তাই ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের এই প্রশ্ন করা একেবারে যুক্তিসংগত: যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার ঝুঁকি আদৌ নেওয়া কি ঠিক হবে?

সোমদীপ সেন ডেনমার্কের রস্কিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, অনুবাদ

হুয়াং ইপিং

চিনের যেভাবে ট্রাম্পের শুল্কের জবাব দেওয়া উচিত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেদিন তাঁর 'লিবারেশন ডে' ঘোষণা দিয়ে ১৮০টির বেশি দেশের আমদানির ওপর ব্যাপক শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিলেন, সেই দিনটি একটি মনুষ্যসৃষ্ট অর্থনৈতিক সুনামির সূচনার দিন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অনেকেই ইতিমধ্যে এ ঘটনাকে ১৯৩০ সালের প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভারের স্মুট-হাওলি ট্যারিফ আইনের সঙ্গে তুলনা করছেন, যা কি না পাঁচ বছরে বৈশ্বিক বাণিজ্য ৬৬ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছিল এবং বিশ্বমন্দাকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। ট্রাম্পের শুল্ক (যার অধিকাংশ হঠাৎই ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে) আর্থিক বাজারে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্লেষকেরা সতর্ক করে বলছেন, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র বড় ধরনের মন্দার কবলে পড়তে পারে।

এ অবস্থায় অন্য অর্থনীতিগুলোর কী করা উচিত? চীন, কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে নিজেদের শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি এবং সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক দেশ হিসেবে চীনের প্রতিক্রিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ট্রাম্প প্রায় সব দেশের ওপর নতুন শুল্ক আরোপ করেছেন, তবু চীন স্পষ্টভাবে তার প্রধান লক্ষ্য।

শুধু শুল্ক নয়, চীনের নীতিনির্ধারকদের আরও তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে কৌশলগত কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমত, তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর ওপর আরও গুরুত্ব দিতে হবে। দুই বছর দুর্বল অর্থনৈতিক পারফরম্যান্সের পর সেপ্টেম্বর মাসে সরকার আরও আক্রমণাত্মক মুদ্রানীতির পথে হেঁটেছে। ফলে ২০২৪ সালের শেষ প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ট্রাম্পের প্রথম বাণিজ্যযুদ্ধের সময় যে পাল্টাপাল্টি অবস্থান দেখা গিয়েছিল, এবারও ঠিক তা-ই হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র যখন চীনা পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ বৃদ্ধির পর নতুন করে আরও ৩৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে, তখন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই চীনও একই হারে পাল্টা শুল্ক বসায় এবং আরও কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নতুন ব্যবস্থা নেয়। এরপর ট্রাম্প আবার শুল্ক বাড়িয়ে ১০৪ শতাংশ করেন, জবাবে চীন তার শুল্ক ৮৪ শতাংশে উন্নীত করে। এরপর ট্রাম্প আবারও বাড়িয়ে ১২৫ শতাংশ করেন, এরপর আরও বাড়িয়ে ১৪৫ শতাংশ পর্যন্ত করেছেন। চীনা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কীভাবে এই শুল্কের জবাব দেওয়া উচিত, তা নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। তবে অনেকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রকে কোনো ধরনের ছাড় দিলে আরও আগ্রাসন বাড়বে। চীনের পক্ষ থেকে আমদানি শুল্ক ১২৫ শতাংশে উন্নীত করার সিদ্ধান্তও এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। তবু আশা করা যায়, উভয় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা কমানোর পথ খুঁজে পাবে।

শুধু শুল্ক নয়, চীনের নীতিনির্ধারকদের আরও তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে কৌশলগত কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমত, তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর ওপর আরও গুরুত্ব দিতে হবে। দুই বছর দুর্বল অর্থনৈতিক পারফরম্যান্সের পর সেপ্টেম্বর মাসে সরকার আরও আক্রমণাত্মক মুদ্রানীতির পথে হেঁটেছে। ফলে ২০২৪ সালের শেষ প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। কিন্তু এখন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক চীনের ৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং ২ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে কঠিন করে তুলতে পারে। রপ্তানি হ্রাস পেলে সামগ্রিক চাহিদা কমে যাবে, শিল্প খাতে অতিরিক্ত উৎপাদন আরও বাড়বে এবং মূল্য পতনের চাপ তীব্রতর হতে পারে। এসব সম্ভাব্য প্রভাবের কথা মাথায় রেখে চীনের নীতিনির্ধারকদের সাহসী ও লক্ষ্যভিত্তিক মুদ্রানীতি নিতে হবে। চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক পিপলস ব্যাংক অব চায়নার উচিত হবে সুদের হার ও ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ অনুপাত আরও কমিয়ে মুদ্রানীতিকে আরও শিথিল করার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক চীনের অর্থনীতির ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে, বিশেষ করে দেশের অভ্যন্তরীণ ভোক্তা চাহিদা বাড়ানোর মাধ্যমে। বর্তমানে চীনের ভোগ ব্যয় মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) মাত্র প্রায় ৫৬ শতাংশ, যা বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ কম। এ কারণে চীনের অতিরিক্ত উৎপাদন সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠছে। চলতি বছরের মার্চে সরকার নতুন একটি 'বিশেষ উদ্যোগ' চালু করেছে, যার লক্ষ্য ভোগ ব্যয় বাড়ানো। তবে এটি বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেয়ে স্বভাবতই কঠিন। কারণ, ঘরোয়া ব্যয় অনেকটাই নির্ভর করে মানুষের আয় ও আস্থার ওপর, আর এ দুটি বিষয়ই সময় নিয়ে বাড়ে।

সবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের এই দুঃখজনক রূপে আত্মকেন্দ্রিক নীতির কারণে বিশ্বনেতৃত্বে একধরনের শূন্যতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গত কয়েক দশকে বহু দেশ (বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ায়) উন্মুক্ত বাজারব্যবস্থার সুফল ভোগ করেছে। এখন চীনের উচিত এসব দেশের সঙ্গে এককভাবে ও যৌথভাবে কাজ করে এ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা এবং মুক্তবাণিজ্য ও বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।

গত এক বছরে চীন আন্তর্জাতিক বিনিময় সহজ করতে একতরফাভাবে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন ডেনমার্ক, নরওয়ে ও দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের জন্য ভিসামুক্ত ভ্রমণের সুযোগ চালু করা। এমন উদ্যোগ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

স্বস্তির বিষয় হলো, এই তিন ক্ষেত্রে চীনা নীতিনির্ধারকেরা ইতিমধ্যে কিছু অগ্রগতি দেখিয়েছেন। এখন বিশ্ব একটি নতুন উন্নয়ন পর্যায়ে প্রবেশ করছে, আর এই পরিপ্রেক্ষিতে চীনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে প্রথমে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়া; তারপর বৈশ্বিক অর্থনীতি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া।

হুয়াং ইপিং পিকিং ইউনিভার্সিটির ন্যাশনাল স্কুল অব ডেভেলপমেন্টের ডিন ও চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক পিপলস ব্যাংক অব চায়নার আর্থিক নীতি কমিটির সদস্য

সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

ব্লক ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে তাম্রলিপ্ত জেলা হাসপাতালে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: ৭৪৮ টি জীবনদায়ী ঔষধের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধিরোধ,ভেজাল ঔষধ সরবরাহ বন্ধ, তাম্রলিপ্ত জেলা হাসপাতালের পরিষেবার সার্বিক উন্নতি এবং মহকুমা-ব্লক ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন দাবিতে সারা বাংলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শাখার পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সকালে তমলুক হাসপাতাল মোড়ে ঔষধের দামবৃদ্ধির প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন,সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক রামচন্দ্র সাঁতরা। এছাড়াও তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষা এবং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ১৩ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সংগঠনের পক্ষে ডা: জয়দেব ঘড়া,রমেশ গিরি,রামচন্দ্র সাঁতরা,অর্জুন ঘোড়াই,দীপক জানা,লীনা দাস প্রমূখ। সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা বিক্ষোভ সভায় অভিযোগ করেন,গত ১লা এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার চুপিসারে ৭৪৮ টি জীবনদায়ী ঔষধের অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি করেছে।সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও)-এর রিপোর্ট অনুসারে গত একবছরে এ রাজ্যে পালমোসিল ইনজেকশন, ট্যালমা,ক্যালসিয়াম,রিঙ্গার ল্যাকটেট স্যালাইনের মত অন্তত ৩০২ টি এবং সারা দেশে ৯৭৬ টি ভেজাল ঔষধ পাওয়া গিয়েছে যেগুলি দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে চলেছে। সারা দেশের জাল ঔষধের শতকরা ৩১ ভাগ পশ্চিমবঙ্গের বাজারে বিক্রি চলছে।যে ভেজাল ঔষধে কয়েক মাস আগে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে একজন প্রসুতি মায়ের মৃত্যু সহ কয়েকজন গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল।

অন্যদিকে নেতৃবৃন্দের আরো অভিযোগ,পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ইনডোর ও আউটডোর রোগীর পরিষেবা দিনের পর দিন বেহাল অবস্থায় সম্মুখীন।

ইউএসজি ও সিটি স্ক্যানের মত প্রয়োজনীয় পরীক্ষার যন্ত্রপাতি হাসপাতালে থাকলেও নানান অজুহাতে বাইরে করতে বাধ্য করানো হচ্ছে। আউটডোরে অসুস্থ বৃদ্ধ কিংবা মহিলাদের যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করানো হয়। পর্যাপ্ত বসবার পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই। প্রসূতি মা সহ অসংখ্য রোগী উপযুক্ত পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে। অনেক সময় ইমারজেন্সিতে সিনিয়ার ডাক্তার থাকেন না। তার ফলে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রোগীকে অসুবিধায় পড়তে হয়।কোনও কোন সময় অঘটনও ঘটে।বিভিন্ন বিভাগে স্পেশালিষ্ট ডাক্তার নেই। হাসপাতাল চত্বরে রোগীদের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র-ব্লক ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে ইনডোরে বেড-ঔষধ-ডাক্তার সহ উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। অবিলম্বে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করা না হলে কমিটি বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বলে নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারি দেন।

প্রথম নজর

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্বস্তি পেলেন মালদার গার্লস স্কুলের শিক্ষিকারা

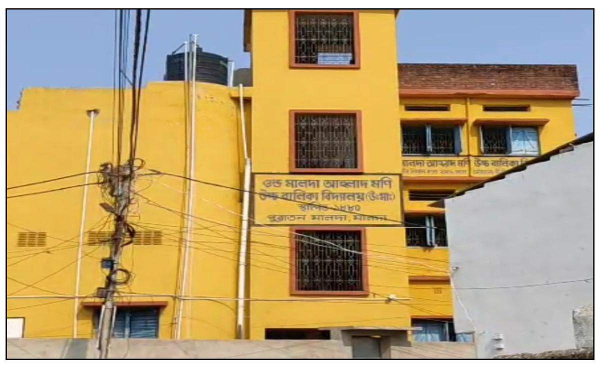

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি খুইয়েছিলেন ২৬ হাজার শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী। চাকরি বাতিল হয়েছেলি পুরাতন মালদহের আহ্লাদমনি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষিকার। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশে সাময়িক স্বস্তি পেলেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। আপাতত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে শিক্ষকতা করতে পারবেন তারা। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে অনেকটা স্বস্তি পেলেন স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা। বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণার পর এদিন দুপুর আনুমানিক দুটো নাগাদ পুরাতন মালদহের আহ্লাদমনি উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল প্রধান শিক্ষিকা সহ অন্যান্য শিক্ষিকাদের মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস। তার কারণ তারা জানালেন চাকরি বাতিল রায়ের পর এই স্কুল থেকে চারজন শিক্ষিকা বাদ হয়েছিলেন তাতে অংক, ইংরেজি এবং ইতিহাস বিষয়ের উপর সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশে সাময়িক স্বস্তিতে স্কুলের পঠনপাঠন।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ রেজিনগরে

রাকিবুল ইসলাম ● রেজিনগর

আপনজন: মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ, শান্তি বজায়ে প্রশাসনের কড়া নজর। বৃহস্পতিবার দুপুরে রেজিনগরে পা রাখলো কেন্দ্রীয় বাহিনী। এদিন রেজিনগর থানার ওসি উৎপল কুমার দাস এর নেতৃত্বে এলাকা ঘুরে রুট মার্চ চালানো হল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা ২ নম্বর ব্লকের রেজিনগর থানার বিভিন্ন এলাকায়। এই রুট মার্চে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রেজিনগর থানার ওসি উৎপল কুমার দাস সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে ওয়াকফ আইন প্রত্যাহারকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তা রণক্ষেত্রের রূপ নেয় এবং বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির সঞ্চার ঘটে।

এই অশান্তি যাতে বেলডাঙ্গা ২ নম্বর ব্লকের রেজিনগর থানা এলাকায় না ছড়ায় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা যায়, সেই লক্ষ্যেই এই রুট মার্চের উদ্যোগ বলে জানান পুলিশ প্রশাসন।

ডানলপ স্কুলে নবীনবরণ সাড়ম্বরে

সেখ আবদুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: বুধবার ডানলপ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, সাহাগঞ্জ, হুগলিতে অনুষ্ঠিত হলো ফেসার্স ওয়েলকাম বা নবীন বরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিআইএসসিই বোর্ডের প্রাক্তন সচিব জেরি আরাথন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। সস্ত্রীক প্রধান অতিথি ছাড়াও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রিন্সিপাল তাপস কুমার সিনহা ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটির পক্ষ হতে উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি রঞ্জিত সিং, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব সরকার, কোষাধক্ষ্য উপেন্দ্র যাদব সহ নীরজ শ্রীবাস্তব,দিলীপ সিং, অনুপ শীল, সুপ্রিয়া ভদ্র, শম্পা বালা, গীতিকা ঘোষ, আনুষ্কা বাসু প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন ডানলপ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি দেবাশীষ বালা। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন ভাইস প্রিন্সিপাল নীলরতন চৌবে। এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের কবিতা পাঠ, নৃত্য ইত্যাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

নদিয়ায় ফের পুলিশের বড়সড় সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় ফের পুলিশের বড়সড় সাফল্য। ভিন রাজ্যের হারিয়ে যাওয়া এক ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তার বাড়িতে ফিরিয়ে দিলেন শান্তিপুর থানার পুলিশ। জানা যায় গত ১৪ তারিখ শিলচর এক্সপ্রেস এ করে আসাম রাজ্যের বাসিন্দা বিনয় কাছারি নামে এক ব্যক্তি অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ফিরছিলেন। মাথায় একটু প্রবলেম হয় ভুলবশত চলে আসেন হুগলি জেলার ডানকুনিতে। এরপর কোন জায়গা বুঝতে না পেরে হঠাৎই চলে আসেন নদীয়ার শান্তিপুরে। গত রাতে ওই ব্যক্তিকে শান্তিপুর বাথানগাছি এলাকায় ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে থাকেন এলাকার বাসিন্দারা। এরপর খবর দেয়া হয় শান্তিপুর থানায়। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র শান্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিয়াই কাজল ব্যানার্জি বিশেষ টিম গঠন করে উক্ত ব্যক্তিকে এলাকা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে থানায়। এরপর ওই ব্যক্তিকে নানা জায়গার ছবি এবং ভূগোলের সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন ছবি দেখানোর পর ওই ব্যক্তি তার বাড়ির ঠিকানা আসাম বলে জানান।

পরিত্যক্ত বাড়িতে বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে জখম পাঁচ বালক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বল ভেবে পরিত্যক্ত বাড়িতে খেলার সময় বোমা বিস্ফোরণে জখম হল পাঁচ বালক.জখম পাঁচ বালকের মধ্যে দুজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদার কালিয়াচক থানার বীরনগর-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের দিলুটোলা এলাকায়। জানা গেছে, ওই এলাকায় রয়েছে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি। সেই বাড়ির মধ্যেই এদিন এলাকার চার-পাঁচজন বালক খেলা করছিল বলে খবর। খেলার সময় আচমকা বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে চার বালক জখম হয়। তবেন গুরুতর জখম হয় দুজন। স্থানীয়রা তাদের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠান। এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক তৈরি হয়। খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। প্রথমে পুলিশ বিস্ফোরণ স্থল লাল ফিতে দিয়ে ঘিরে দেয়। এরপর গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত

শুরু করে। স্থানীয়রা জানান, পরিত্যক্ত বাড়িটিতে আগে দুই ভাই বাস করত। তাদের মধ্যে একবার গন্ডগোল হয়েছিল। সেই গন্ডগোলের পর থেকে দুই ভাই এলাকা ছেড়ে চলে যায়। পরে তাদের মৃত্যু হয়েছে। এরপর থেকে বাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। তাই পুরনো মজুত বোমা বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে। অথবা কেউ বা কারা পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা মজুত রেখেছিল। সেই বোমা বিস্ফোরণেও এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে সঠিক কী ঘটনা ঘটেছে তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

কাষ্ঠগড়া পঞ্চায়েতে বাম সংগঠনের স্মারকলিপি

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: এদিন বীরভূমের রামপুরহাট ১ নং ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৩ দফা দাবি নিয়ে বাম সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করতে আসেন।

কাষ্ঠগড়া গ্রামের হস্পিটাল মোড় থেকে মিছিল করে কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে আসেন বাম সংগঠনের নেতা নেতৃত্বরা ।

এদিনের বাম সংগঠনের দাবি ছিল এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রধান মহাশয়াকে সময় মত অফিসের কাজকর্মে থাকতে হবে। আবাস যোজনার বাড়ির প্রথম কিস্তির প্রাপকদের নামের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। অসহায় বঞ্চিত মানুষদের নিয়ম মোতাবেক বাধ্যক্য ভাতা ও বিধবা ভাতা ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও পুকুরের ঘাট তৈরি, এলাকার রাস্তা মেরামত, সাব মার্শাল মেরামত, কিছু জায়গায় আদিবাসী পাড়ায় নতুন রাস্তা সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে তারা সরব হন পঞ্চায়েত অফিসের সামনে। কিন্তু দীর্ঘ বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও দেখা মেলেনি প্রধানের। তাই তারা বাধ্য হয়ে পঞ্চায়েত কর্মীদেরকে পঞ্চায়েত থেকে বের করে তালা বন্ধ করতে বাধ্য হন। অবশেষে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি এসে উপস্থিত হন এবং বাম নেতা নেতৃত্বরা তাকে ক্ষোভের কথা বলতে থাকেন। তারপর স্মারকলিপি তার হাতে তুলে দেন।

এছাড়াও এলাকার বেশ কিছু মানুষ ক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাদের দাবি বেশ কিছু জায়গায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে আমাদের আবাস যোজনার লিস্টে নাম থাকার পরেও নাম থেকে বঞ্চিত হয়েছি আবার অনেকে বলেন আমাদের কাজ নেই অসহায় আমাদের স্বামী নেই আমরা কি করে খাব শুধু লক্ষী ভান্ডার আর রেশনে কি দিন চলবে।

এলাকায় পঞ্চায়েত থাকার পরেও তারা উপযুক্ত সময়ে প্রধানকে পায় না সার্টিফিকেট বা একটা সই জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ছাত্র-ছাত্রী দের রূপশ্রী কন্যাশ্রী ও বিধবা ভাতা বাধ্য ভাতা ও সহি সহ বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য সার্টিফিকেট সহির এর জন্য প্রধানের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

একথা স্বীকার করেন পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি সুমিত সাহা ও নির্মাণ সহায়ক আব্দুল হাসনাত।

প্রধানের কাছে জানতে চাইলে প্রধান জানান মেয়ের শরীর খারাপ তাই আমি আজ একটু দেরিতে এসেছি এছাড়াও আমি নিয়মিত অফিস করি কোনদিন ব্লকের মিটিং থাকলে পরে হয়তো দেরি হতে পারে। কিন্তু আমি অফিস নিয়মিতই করি। এগুলো মিথ্যা অভিযোগ।

বিষধর সাপের ছোবল, ওঝার ঝাড়ফুঁকে অকালে নিভে গেল শিশুর প্রাণ

আয়ান মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: বিজ্ঞানের উন্নতির সুদূরপ্রসারী সহ চরম শিখরে পৌঁছে গেলেও আজও কুসংস্কার আচ্ছন্ন মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি গ্রাম বাংলার কিছু পরিবার। আর এর জন্যই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও সাপের কামড়ে ওঝাগুনিনের ভরসা, কুসংস্কার আচ্ছন্নর প্রভাবে অকালে ঝরে গেল ছোট্ট শিশুর প্রাণ।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার আটপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ষষ্ঠী তলা গ্রামের ঘটনা। পরিবার সূত্রে জানা যায় বাড়ির পাশে একটি বাগানে খেলা করতে গিয়েছিল(৯) বছরের মনীষ মন্ডল নামে এক শিশু, তারপর সেখানেই একটি বিষধর সাপ তাকে ছোবল দেয়। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে বেশ কিছুক্ষণ বাড়িতে নিজেরাই ঝাড়ফুঁক করেন তারপর সেখান থেকে অবস্থার অবনতি হতেই হাড়োয়া গ্রামীনের হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা ওই শিশু পুত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিজেদের ভুলের কারণে অকালে নিভে গেল তরতাজা একটি শিশুর প্রাণ। মৃত দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। পরিবারকে আশ্বাস দিয়ে সচেতনতার বার্তা দিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। প্রশ্ন উঠছে এত সচেতন এত হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা তারপরও কেন এমন ঘটনা ঘটলো?

এই যুগে দাঁড়িয়ে কিভাবে পরিবারের লোকজন ওঝার ঝাড়ফুঁক নিয়ে একটি শিশুর জীবন শেষ করে দিল। প্রশাসন কি এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবে? সে উত্তর কিন্তু অধরা।

স্থানীয় সবার সমাজকর্মী নবাব আলী মল্লিক জানান, “বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে যেখানে চাঁদ ও মঙ্গল গ্রহে পাড়ি দিচ্ছে, এই সময় কুসংস্কারের প্রভাবে ঝাড়ফুঁক একটি লজ্জা জনক বিষয়। গ্রাম্য এলাকায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে আরও বেশি সচেতনতা বাড়াতে হবে।

সোনারপুরে এক বৃদ্ধের বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: বুধবার মধ্যরাতে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ।তবে বাড়িতে না থাকায় প্রাণে বাঁচলেন এক বৃদ্ধ। ঘটনাটি ঘটেছে সোনারপুর থানা এলাকার রায়পুরে। এর আগেও তাঁর বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছিল বলে অভিযোগ।এদিন রাতেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সোনারপুর থানার পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এলাকার বাসিন্দা নিমাই সরদারের দাবি, এলাকায় সমাজ বিরোধী এবং নেশাখোরদের আনাগোনা বেড়েছে।অন্ধকার নামলেই এলাকা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় নেশার আসর বসে।তিনি বুধবার এই বাড়িতে না থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। মধ্যরাতে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আগুন লাগার খবর পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও দমকল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাড়ির মধ্যে থাকা চাষবাসের সরঞ্জাম, জামাকাপড়,খাবার ও কিছু নগদ টাকা।বছরখানেক আগে ও আগুন লাগানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। ফের আগুন লাগানোর ঘটনায় আতঙ্কিত তিনি।তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে খড়গ্রামে শান্তি বৈঠক প্রশাসনের উদ্যোগে

অরবিন্দ মাহাতো ● পুরুলিয়া

আপনজন: ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ, আর বিক্ষোভ কে কেন্দ্র করে কয়েক দিন ধরেই জেলার বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির খবর উঠে এসেছে। এমতাবস্থায় খড়গ্রাম ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে একটি শান্তি বৈঠকের আয়োজন করা হল খড়গ্রামে। বৃহস্পতিবার খড়গ্রাম ব্লকের রবীন্দ্র ভবনে এই শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কান্দি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সাসরেক আম্বরদর, সিআই সৌম্য ব্যানার্জি,বিডিও মিলনি দাস সহ খড়গ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুরজিৎ হালদার।

এলাকার ইমাম, মোয়াজ্জেম ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের মানুষদের এই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। জেলার একাঅংশে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা যেন খড়গ্রাম ব্লকে না ঘটে। সকল ধর্মের মানুষ যেন যেন একে অপরের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে চলেন তার বার্তা দেওয়া হয় এই বৈঠক থেকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বসিরহাটে মনীষীদের মূর্তি পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিলেন কাউন্সিলর

আয়ান মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যা মহামনীষীদের দ্বারাই একসময় সমৃদ্ধ করেছে বাংলা তথা দেশকে। সেই মনীষীদের শ্রদ্ধা জানাতে শহরের এক একটি রাস্তার নামের সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাঁদের স্মৃতি। পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মনীষীদের আবক্ষ অথবা পূর্ণ অবয়ব মূর্তি চোখে পড়ে। পৌরসভা কিংবা বেশ কিছু ক্লাব বা সংস্থার উদ্যোগে এইসব মূর্তি তৈরি হয়েছে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁদের জন্ম অথবা মৃত্যু তিথিতে মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এবার থেকে প্রতি সপ্তাহে এক একটি মনীষীদের মূর্তি বা স্ট্যাচুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বভার তুলে নিলেন বসিরহাট পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ভাস্কর মিত্র ও তার সহযোগীরা। বসিরহাট পৌরসভার একাধিক জায়গায় বিভিন্ন মনীষীদের আবক্ষ মূর্তি, স্ট্যাচু, প্রতিচ্ছবি আছে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে নেওয়া হলেও অধিকাংশ জায়গায় অযত্ন অবহেলায় পড়ে থাকে। খোলা আকাশের নিচে থাকায় পশু-পাখিদের কারণে ও ধুলো ময়লায় অপরিচ্ছন্ন হয় এই মূর্তিগুলি। এইসব মূর্তিগুলি শুধুমাত্র মনীষীদের জন্মদিনে রঙ করে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এবার বসিরহাট পৌরসভার কাউন্সিলরের উদ্যোগে নিয়মিত মূর্তিগুলি পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখনো উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় পৌর নাগরিকরাও।

রাইস মিলে চুরির ঘটনায় তিন জনকে আটক করল পুলিশ

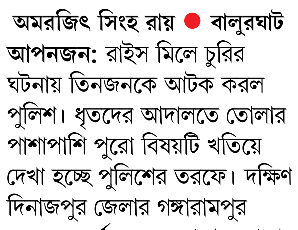

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: রাইস মিলে চুরির ঘটনায় তিনজনকে আটক করল পুলিশ। ধৃতদের আদালতে তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত রতন-মালা এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, গত বুধবার গঙ্গারামপুর থানার রতনমালা এলাকায় একটি রাইস মিলের গোডাউনে চুরির ঘটনা ঘটে। রাইস মিলের গোডাউনে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীদের বেঁধে রেখে চুরির ঘটনা ঘটে। এরপরই রাইস মিল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে গোডাউনের নিরাপত্তা রক্ষীদের বক্তব্যে সন্দেহ হয় পুলিশের। এরপরে পুলিশের জেরায় গোডাউনের তিন নিরাপত্তা রক্ষী স্বীকার করেন তারাই এই চুরির ঘটনার সাথে যুক্ত রয়েছেন। শুধু তাই নয় চুরির জিনিসপত্র কোথায় বিক্রয় করেছেন তাও জেরার মুখে স্বীকার করে নেন তারা। এরপরই ওই রাইস মিলের নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্বে থাকা সেলিম সরকার, রতন সরকার ও অভিষেক সরকারকে গ্রেফতার করে গঙ্গারাম থানার পুলিশ। তাদের সকলের বাড়ি গঙ্গারামপুর ব্লকে। অন্যদিকে, ধৃতদের তিন জনকে এদিন বুনিয়াদপুরে অবস্থিত গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশের তরফে।

বার্নাব্যুর ভয়কেও জয়, রিয়ালকে বিদায় করে সেমিফাইনালে আর্সেনাল

উয়েফা

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদ ১-২ আর্সেনাল
(দুই লেগ মিলিয়ে আর্সেনাল ৫-১ গোলে জয়ী)
বারবার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প লেখা রিয়াল মাদ্রিদের অভ্যাস। নতুন রূপকথার জন্ম দিতে রিয়াল বেশির ভাগ সময়ই মঞ্চ হিসেবে বেছে নেয় নিজেদের ডেরা সান্তিয়াগো বার্নাব্যুকে।
সেই বার্নাব্যুতে এমবাপ্পে-ভিনিসিয়ুসদের কাছ থেকে আজ আরেকবার জাদুকরি কিছু দেখার অপেক্ষায় ছিলেন রিয়ালের সমর্থকেরা। কিন্তু প্রতিবারই কি অবিশ্বাস্য কিছু করে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব? নিশ্চয় নয়। এই বাস্তবতাই রিয়ালকে আজ মেনে নিতে হলো।
মিকেল আরতেতার আর্সেনাল প্রথম লেগে ৩-০ গোলে এগিয়ে থাকার পর আজ বার্নাব্যুর ভয়কেও জয় করে ফেলল। ফিরতি লেগে আর্সেনাল জিতেছে ২-১ গোলে। তাতে দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল লন্ডনের ক্লাবটি। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়ালকে থমকে যেতে হলো শেষ আটেই।
রেকর্ড ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল ২০২০ সালে করোনা মহামারির সময়ে। অন্যদিকে আর্সেনাল সেমিফাইনালে উঠল ১৬ বছর পর। গানাররা সেমিফাইনালে খেলবে ফরাসি চ্যাম্পিয়ন পিএসজির বিপক্ষে।
ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য গল্প লিখতে হলে রিয়ালকে শুরু থেকেই গোলের সন্ধান করতে হতো। ভিনিসিয়ুস-বেলিংহামরা সেটাই করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের একের পর এক আক্রমণ রুখে দিয়েছে আর্সেনালের জমাট রক্ষণ। পাল্টা আক্রমণে আর্সেনালও রিয়াল ডিফেন্ডারদের তটস্থ রেখেছিল। ফরাসি রেফারি ফ্রাঁসোয়া লেতেক্সিয়ের দুবার পেনাল্টির বাঁশি, একবার পেনাল্টি মিস, একবার পেনাল্টি বাতিল, হলুদ কার্ড প্রদর্শন, অফসাইডের ফাঁদে আটকা, ভিএআর যাচাই করতে গিয়ে কালক্ষেপণ—প্রথমার্ধে মোটামুটি সবই হয়েছে, হয়নি শুধু গোল!
বাঁচা-মরার ম্যাচের শুরুতেই ভিনির ক্রস থেকে আর্সেনালের জালে বল পাঠান এমবাপ্পে। কিন্তু অফসাইডের কারণে সেটি বাতিল হয়ে যায়। ৬ মিনিটে পাল্টা আক্রমণে আর্সেনালের বুকায়ো সাকার বিদ্যুৎগতির শট রিয়ালের বারের খুব কাছ দিয়ে চলে যায়।
কিছুক্ষণ পর রিয়ালের রাউল আসেনসিও নিজেদের বক্সে মিকেল মেরিনোকে ফেলে দেন।
ভিএআরের হস্তক্ষেপে পেনাল্টি পায় আর্সেনাল। কিন্তু স্পট কিক থেকে সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেননি সাকা। তাঁর নেওয়া পানেনকা শট ঠেকিয়ে রিয়ালকে জাগিয়ে তোলেন গোলকিপার থিবো কোর্তোয়া।
প্রথমার্ধের সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনার উৎপত্তি ২৩ মিনিটে। দুই দলের আগের লড়াইয়ের নায়ক ডেকলান রাইস নিজেদের বক্সে এমবাপ্পের জার্সি টেনে ধরলে সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি লেতেক্সিয়ে। রাইসকে হলুদ কার্ডও দেখান। এ নিয়ে আর্সেনাল খেলোয়াড়েরা প্রতিবাদ জানালে ভিএআর যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নেন। সত্যিই এমবাপ্পে ফাউলের শিকার হয়েছেন কি না, সেটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে রদ্রিগো অফসাইডে ছিলেন কি না, সেটিও যাচাই করে ভিএআর। প্রায় সাত মিনিট অপেক্ষার পর অবশেষে মাঠের পাশের মনিটরে ভিডিও দেখে রেফারি জানিয়ে দেন অফসাইডও হয়নি, পেনাল্টি দেওয়ার মতো ফাউলও হয়নি। পেনাল্টি বাতিল করে রাইসকে দেখানো হলুদ কার্ডও বাতিল করেন রেফারি।

মাঝরাতে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল লড়াইয়ে বাদুড়িয়ার মাঠ যেন এক টুকরো যুবভারতী

আয়ান মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন ডেস্ক: এবার কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নয়, বসিরহাটের বাদুড়িয়ায় দেখা মিলল মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল এর নক্ষত্রখচিত তারকা খেলোয়াড়দের ফুটবল ম্যাচ। বাদুড়িয়ার দিলীপ কুমার মেমোরিয়াল হাই স্কুল মাঠ হয়ে উঠলো ফুটবলের মহড়া। রাজ্য তথা ভারতবর্ষের প্রাক্তন নামই ফুটবলারদের পায়ের জাদু দেখল বাদুড়িয়ার মানুষ। নতুন বছরের প্রথম দিনের রাতেই মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল দলের নামি ফুটবলারদের অসাধারণ ফুটবল স্কিল, পায়ের জাদু আর আলোক ঝলমলে পরিবেশে বসিরহাটের বাদুড়িয়া যেন এক টুকরো যুবভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনের রূপ নিল। লাল হলুদ ও সবুজ মেরুনের টানটান উত্তেজনার ফুটবল ম্যাচের মধ্য দিয়ে বাদুড়িয়া দিলীপ কুমার মেমোরিয়াল হাই স্কুল মাঠ যেন এক টুকরো যুবভারতী। মাঝরাত্রে ফ্লাড লাইট জ্বলে উঠেছে হঠাৎ দৌড়ত্ব দেখা গেল ডার্বির ফুটবলের ঝলক। ইস্টবেঙ্গল এর সুলে মুসা, ষষ্ঠী দুলে, অ্যালভিটো ডি কুনা, মোহনবাগানের দীপক মন্ডল, কিংশুক প্রামানিক, সন্দীপ নন্দী সহ মেহতাব হোসেন, রহিম নবীর মত একঝাক ভারতীয় ফুটবল তারকা। যেখানে বাংলা নববর্ষের ১৪৩২ এর প্রথম দিনের রাতে চিংড়ি ও ইলিশ লড়াই দেখল। উত্তর ২৪ পরগনার শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বুরহানুল মোকদ্দিন লিটনের উদ্যোগে প্রাক্তন ফুটবলারদের মঞ্চ তথা ফুটবল মাঠে উজ্জীবিত করতে সমরের চৌধুরীর, দিপেন্দু বিশ্বাস, জামশেদ নাসেরী সহ এক ঝাঁক ফুটবল তারকার উপস্থিতির লক্ষ্য করা যায়। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল দুই দলের খেলোয়াড়দের পায়ের জাদুর সঙ্গে গলা মেলালেন ফুটবলার থেকে শুরু করে কয়েক হাজার ফুটবলপ্রেমীরা। টানটান উত্তেজনার মধ্যে ম্যাচ ইস্ট বেঙ্গল ২-০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে দেয়। তাদের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন মঞ্চে থাকা বিশিষ্ট জনেরা। তারা বলছেন আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে এই দিনটাকে উদযাপিত করছে ফুটবলের মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মের মাঠ মুখী আরো বেশি উৎসাহিত করবে। যেখানে ভারতবর্ষের নামকরা প্রাক্তন ফুটবল তারকারা মাঝরাতে ফুটবলের জাদু ভরিয়ে দিয়েছে বাদুড়িয়ার মাটিতে।

অভিষেক-হেডদের ছয় নেই, হায়দরাবাদেরও জয় নেই

আপনজন ডেস্ক: মুম্বাইয়ের বিপক্ষে আজকের ম্যাচের আগে খেলা ছয় ম্যাচে অভিষেক শর্মা মেরেছেন ১০টি ছক্কা, ট্রাভিস হেড ৯ টি। হেড তাঁর নয়টি ছক্কা মেরেছেন তিন ম্যাচে, সমান তিনটি করে। এর দুটি ম্যাচ জিতেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।
অভিষেক ১০টি ছক্কা মেরেছেন একই ম্যাচে, সেই ম্যাচে তিনটি ছক্কা মারেন হেড; হায়দরাবাদ যে দুটি ম্যাচ জিতেছে, তারই একটি এটা। হেড তিন ছক্কা মেরেছেন, কিন্তু হায়দরাবাদ জিততে পারেনি, এবারের আইপিএলে এমন ম্যাচ গেছে একটি। সেই ম্যাচে আবার ছক্কা নেই অভিষেকের। আজ হেড আর অভিষেকের কারও কোনো ছয় নেই, হায়দরাবাদেরও জয় নেই। মুম্বাইয়ের কাছে ৪ উইকেটে হেরেছে তারা। সাত ম্যাচে তারকাবহুল দলটির এটি পঞ্চম হার। মুম্বাই ম্যাচটি জিতেছে ১১ বল হাতে রেখে।

আইপিএল

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬২ রানই তুলতে পারে হায়দরাবাদ। ২৮ বলে দলীয় সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন ওপেনার অভিষেক। কোনো ছয় না মারলেও তাঁর ইনিংসে আছে সাতটি চার। তিন চারে ২৯ বলে ২৮ রান করেছেন হেড। পাঁচ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে ২৮ বলে তিন চার ও দুই ছয়ে ৩৭ রান করেন হাইনরিখ ক্লাসেন। অনিকেত বর্মা ৮ বলে দুই ছয়ে করেছেন অপরাজিত ১৮ রান। মুম্বাইয়ের স্লোয়ার আর ইয়র্কার ডেলিভারির তোড়ে পড়েও যে হায়দরাবাদ শেষ পর্যন্ত ১৬২ রান তুলতে পেরেছে, এতে বড় অবদান ইনিংসের ১৮ তম ও ২০ তম ওভারের। দুই ওভারে ২১ রান করে তুলেছে তারা। হায়দরাবাদ ইনিংসে যে ৫টি ছক্কা মেরেছে, তাও এই সময়ে। এই ৫ ছক্কার চারটি ক্লাসেন ও অনিকেতের, একটি প্যাট কামিন্সের। ওভার দুটি করেছেন দীপক চাহার ও হার্দিক পান্ডিয়া।
রান তাড়া করতে নেমে রোহিত শর্মার তিন ছয়ে ১৬ বলে ২৬ রানের ইনিংসে দারুণ শুরু পায় মুম্বাই। আরেক ওপেনার রায়ান রিকেলটন পাঁচ চারে ২৩ বলে করেছেন ৩১ রান। এরপর উইল জ্যাকস (২৬ বলে ৩৬), সূর্যকুমার যাদব (১৫ বলে ২৬), তিলক বর্মা (১৭ বলে ২১ *) ও পান্ডিয়ার (৯ বলে ২১) রানের ইনিংসে সহজ জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে মুম্বাই। সাত ম্যাচে মুম্বাইয়ের এটি তৃতীয় জয়।

ঘাম না থুতু—কিসের জোরে স্টার্কের একের পর এক ইয়র্কার

আপনজন ডেস্ক: ইয়র্কারের গুণের অভাব নেই। ঝুঁকিও আছে! জায়গামতো না পড়লেই তো হয় ফুলটস, নয় হাফ ভলি। এই যুগে এই দুটি ডেলিভারির একটি পেলেই তো বল গ্যালারিতে। আর ইয়র্কার সবাই নিখুঁতভাবে মারতেও পারেন না। বোলারের সামর্থ্যের বিষয় তো আছেই। তবে কাল আইপিএলে মিচেল স্টার্ক একাই করেছেন একের পর এক ইয়র্কার। নিজের করা শেষ ৩ ওভারের মধ্যে ১৭টিই ইয়র্কার মেরেছেন এই বাঁহাতি পেসার। এভাবেই হারের পথে থাকা দিল্লিকে ক্যাপিটালসকে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে জিতিয়ে দেন অস্ট্রেলিয়ান তারকা।
কাল স্টার্ক কী করেছেন
৪ ওভারে রান দিয়েছেন ৩৬। উইকেট ১টি। এই পরিসংখ্যান আসলে একেবারেই অর্থহীন। অন্যভাবে বলাই শ্রেয়। স্টার্ক কাল শেষ ওভারে দিল্লির হয়ে ৯ রান ডিফেন্ড করেছেন। এরপর সুপার ওভারেও আটকে রেখেছিলেন শিমরন হেটমায়ারদের। শেষ ৩ ওভারে রাজস্থানের লাগত ৩১ রান। ক্রিজে ২৬ বলে ৫০ রানে অপরাজিত নীতিশ রানা ও ১০ বলে ১৩ রান করা ধ্রুব জুড়েল। মানে জয়ে রাজস্থানই ফেবারিট। এমন পরিস্থিতিতে ইয়র্কারের ওভার শুরু করেন স্টার্ক। তবে তাঁর আসল জাদু দেখা যায় ওভারের চতুর্থ বলে। ইনসুইং ইয়র্কারে এলবিডব্লু রানা। ক্রিজে আসা হেটমায়ারকেও একই রকম ইয়র্কার সামলাতে হয়। সৌভাগ্যবশত ইনসাইড এজে চার হয়। সেই ওভার থেকে মোট রান আসে ৮। শেষ ওভারে রাজস্থানের রান লাগত ৯ রান। স্ট্রাইকে হেটমায়ার, অন্য প্রান্তে জুড়েল। তাঁদের সামনে স্টার্ক একের পর এক ইয়র্কার মারলেন। ছক্কা মারায় বিখ্যাত হেটমায়ার হাত খোলার সুযোগই পেলেন না। ম্যাচ চলে যায় সুপার ওভারে। সুপার ওভারেও স্টার্ক প্রতিটি ডেলিভারি ইয়র্কার মারার চেষ্টা করলেন। মোটামুটি পারলেনও। নো বল করার পরও ওই ওভারে রান দিয়েছেন ১১। এভাবেই সুপার ওভারসহ শেষ ৩ ওভারে ১৭টি বল ইয়র্কারের চেষ্টা করেছেন এই পেসার।
স্টার্কের ইয়র্কারে থুতুর প্রভাব কতটুকু
স্টার্ক গতবারও আইপিএলে পুরো মৌসুম খেলেছেন। কালকের মতো ভয়ংকর ছিলেন না এক ম্যাচেও। কাল কীভাবে ডেথ ওভারে এতটা জ্বলে উঠলেন এই পেসার? অনেকেই বলছেন স্টার্কের ইয়র্কার মারার পেছনে থুতুর অবদান। মূলত বল সুইং করতে সাহায্য করে বলে থুতু বা লালার ব্যবহার, বলের এক পাশে লালা ব্যবহার করে ঘষলে সেটা উজ্জ্বল হয় এবং বল রিভার্স সুইং করে। সেটাই কাজে লাগিয়ে রিভার্স সুইং ইয়র্কার মারার চেষ্টা করেছেন স্টার্ক। ক্রিকেটাররাও সেটিই বলছেন। কাল ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে রাজস্থানের ব্যাটসম্যান নীতিশ রানা বলেছেন, 'থুতু ব্যবহারের অনুমতি ফেরায় রিভার্স সুইং ফিরে এসেছে এবং স্টার্ক সেটি দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে। আমরা গত ২-৩ বছরে থুতু ব্যবহার করিনি, এমনকি নেটেও রিভার্স সুইংয়ের বিপক্ষে ব্যাটিং করিনি। এখন কেউ যদি ১৪৫ কিলোমিটার গতিতে ১২ বলের মধ্যে ১১টি ইয়র্কার করতে পারে, তাকে কৃতিত্ব দিতেই হবে।'
দিল্লি অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলের মুখেও থুতুর প্রসঙ্গ, 'থুতু ব্যবহারের অনুমতি আছে, আর মাঠে ঘাসও কম—ফলে বল সহজেই পুরোনো হয়ে রিভার্স সুইং করে। তবে শুধু রিভার্স হলেই হবে না, সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করাটাই বড় বিষয়। সেই চাপের মুহূর্তেও স্টার্ক দারুণভাবে বল করেছে। আমি ওকে শুধু মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম নিজের প্ল্যানে অটল থাকতে। সে শুধু বলছিল, "চিন্তা কোরো না।"'
অস্ট্রেলিয়ান এই পেসার অবশ্য থুতুতে কাজ হয়েছে বলে মনে করেন না। কাল ম্যাচ শেষে স্টার স্পোর্টসকে বলেছেন, 'আমি থুতু ব্যবহার করি না। এটা আমার কাছে একটা মিথ। কেউ কেউ ওটার ওপর বিশ্বাস রাখে, কেউ কেউ রাখে না। ঘাম আর থুতুর মধ্যে আমি তেমন পার্থক্য দেখি না। লাল বলের ক্ষেত্রে কিছুটা হতে পারে, কিন্তু সাদা বলে তেমন কিছু না।'
প্রতিপক্ষ রাজস্থানের পরিকল্পনাই কাজটা সহজ করে দিয়েছে বলে মনে করেন স্টার্ক। তাঁর করা ম্যাচের ১৮ ও ২০তম ওভারের ১২ বলের মধ্যে ৮ বলেই মুখোমুখি হন বাঁহাতি ব্যাটসম্যানরা। ফলে তাঁর স্টক ডেলিভারি, অর্থাৎ ওভার দ্য উইকেট থেকে ইনসুইং ইয়র্কার, সহজেই কার্যকর হয়েছে। সুপার ওভারে হেটমায়ারকে ওপেনার হিসেবে পাঠানোয় এবং এরপর তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে বাঁহাতি যশস্বী জয়সওয়ালকে দেখে অবাক হয়েছেন স্টার্ক, 'আমার অ্যাঙ্গেল আর বলের সুইং মাথায় না রেখে ওরা যেভাবে বাঁহাতিদের পাঠিয়েছে, তাতে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম।'

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে গজল, কেরাত, কাছি টানা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঘুটিয়ারি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ঘুটিয়ারি শরীফ শ্রীনগর জাগরণী সংঘের উদ্যোগে পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল গজল কেরাত সেইসঙ্গে প্রাচীনতম একটি খেলা কাচী টানা এ খেলা উপভোগ করতে দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ এখানে উপস্থিত হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফজলুর রহমান মোল্লা কালাম লস্কর ইয়াসিন লস্কর, রশিদ লস্কর কালু মোল্লা প্রমুখ ।
কমটির পক্ষ থেকে বলেন পত্যন্ত গ্রামের মানুষ বিভিন্ন কাজ সামাজিক অনেক চাপের মধ্যে থাকেন তাই একটু স্বস্তি পেতে ছুটির দিন উপলক্ষে মানুষের মনোরম পরিবেশ তৈরি করতে আমরা গজল কেরাত সঙ্গে কাছি টানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে এই খেলা দেখতে দূর দূরান্ত থেকে বহু মানুষ ভিড় করেন।

খেলোয়াড়ের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পর ম্যাচ খেলে সমালোচিত চীনের ক্লাব

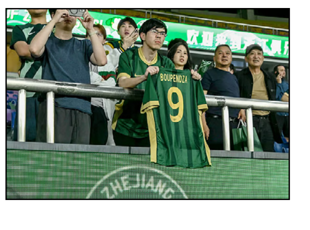

আপনজন ডেস্ক: চীনে ভবনের ১১ তলা থেকে নিচে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন গ্যাবানিজ ফুটবলার অ্যারন বুপেন্দজা। বুধবার স্থানীয় সময় দুপুরে বুপেন্দজার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরই ম্যাচ খেলেছে তাঁর দল জেনজিয়াং এফসি।
একজন খেলোয়াড়ের মৃত্যুর কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাচ খেলতে নামায় জেনজিয়াংয়ের তীব্র সমালোচনা করেছেন ফুটবলপ্রেমীরা। এদিকে ২৮ বছর বয়সী এই ফুটবলারের মৃত্যুর পেছনে কোনো অপরাধমূলক তৎপরতার প্রমাণ মেলেনি বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ।
বুপেন্দজা তাঁর ভাড়া বাসার বারান্দা থেকে পড়ে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছে তারা। গ্যাবনের হয়ে ৩৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা বুপেন্দজা এ বছরের শুরুতে চায়নিজ ফুটবল লিগে যোগ দেন। এর আগে তিনি ফ্রান্স, তুরস্ক, কাতার, সৌদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র ও রোমানিয়ার লিগে খেলেছিলেন।
২৮ বছর বয়সী বুপেন্দজা ১১ তলা থেকে পড়ে যান দুপুরের দিকে। এরপর বিকেল পাঁচটায় মেইজু হাক্কার বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে নামে জেনজিয়াং এফসি।
এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, বুপেন্দজার মৃত্যুর পর ম্যাচ স্থগিত না করায় জেনজিয়াং এফসির ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকে। চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উইবোতে এক ব্যবহারকারী লেখেন, 'এই ম্যাচটা কি স্থগিত করা উচিত ছিল না?' আরেক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উইচ্যাটে একজন লেখেন, 'স্থগিত না করার কারণ কী? চায়নিজ সুপার লিগ সত্যিই অপেশাদার।'
২-২ সমতায় শেষ হওয়া ম্যাচটিতে জেনজিয়াং বা মেইজু হাক্কার কোনো বিদেশি খেলোয়াড় মাঠে নামেননি। খেলার সময় গ্যালারিতে দর্শক বুপেন্দজার নাম ধরে স্লোগান দেন। তাঁর ৯ নম্বর জার্সিও নিয়ে আসেন কেউ কেউ, তাঁর স্মরণে ফোনের আলোও জ্বালেন। ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজার পর জেনজিয়াংয়ের খেলোয়াড় ও স্টাফরা সমন্বিতভাবে বুপেন্দজার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। খেলা শেষে টিভি ক্যামেরার সামনে এসে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন জেনজিয়াং এফসি অধিনায়ক চেং জিন। তিনি বলেন, 'আমি দুঃখিত যে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। আমার আসলে কিছুই বলার নেই।'
ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে জেনজিয়াংয়ের স্প্যানিশ কোচ রাউল কানেদা পেরেজও ম্যাচ নিয়ে কিছু বলেননি, 'খেলা নিয়ে কিছুই বলার নেই। আজ ফুটবল নিয়ে কথা বলার দিন নয়। এ সময়ে ফুটবলের আলোচনা মানায় না।'
বুপেন্দজার স্মরণে হাংজুতে জেনজিয়াং এফসির প্রধান কার্যালয়ের সামনে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে সেখানে ফুল দিয়েছেন সমর্থকেরা। এদিকে হাংজুর ইউহাং জেলার পুলিশ দপ্তর থেকে বুপেন্দজার মৃত্যু নিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বিবৃতিতে লেখা হয়, 'আমাদের দপ্তর বুধবার আনুমানিক বেলা ১টা ১৪ মিনিটে একটি খবর পায়, যেখানে বলা হয় যে আমাদের আওতাধীন একটি আবাসিক এলাকায় একজন ভবন থেকে পড়ে গেছে। আমাদের কর্মকর্তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন এবং আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসার চেষ্টার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।'
বুপেন্দজার ভবন থেকে নিচে পড়ে যাওয়ার পেছনে অন্য কারও সম্পৃক্ততার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলে বলা হয়, 'তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে, মৃত ব্যক্তি ছিলেন বুপেন্দজা। ঘটনাস্থলের পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার এবং ভিডিও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুলিশ নিশ্চিত করে যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ভাড়া বাড়ির বারান্দা থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে। এতে কোনো ষড়যন্ত্র বা অপরাধমূলক তৎপরতার প্রমাণ মেলেনি।'

আবারও কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়লেন নেইমার

আপনজন ডেস্ক: নেইমারের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। কার্টে করে তাঁকে মাঠে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার ভয় নেইমার থেকে তাঁর ভক্তরাও এখন সব সময় পান, কিছুক্ষণ আগে ঠিক সেটাই ঘটেছে। চোট! নেইমার চোট পেয়েছেন। কথাটি শুনে যে কেউ বলবেন, আবারও!
কার্টে করে মাঠের বাইরে যাওয়ার সময় নেইমার বাঁ হাতে একবার মুখটা ঢাকলেন। চোখে বাঁধ না মানা অশ্রুর ঢল হয়তো ঠেকানোর চেষ্টা করছিলেন। অবশ্য কার্টে ওঠার আগেই এ কাজটা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পুরো পৃথিবী ততক্ষণে জেনে গেছে কিংবা দেখেছে, তাঁর বাঁ উরুর পুরোনো চোটটি ফিরে এসেছে। আবারও মাঠের বাইরে ছিটকে পড়ার যন্ত্রণায় নেইমার চোখের পানি আটকাতে পারেননি। তাঁর নিজেরই ধৈর্যের বাঁধ হয়তো ভেঙে যাওয়ার কথা।

মাঠে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু আম্পায়ারের

আপনজন ডেস্ক: হার্ট অ্যাটাকে প্রসাদ মালগাওঙ্কর নামের এক ভারতীয় আম্পায়ারের মৃত্যু হয়েছে। খেলা চলাকালীন মাঠেই পড়ে গিয়েছিলেন ৬০ বছর বয়সী এই আম্পায়ার। গতকাল বুধবার সুন্দর ক্রিকেট ক্লাবে হওয়া অনূর্ধ্ব-১৯ ভামা কাপের ম্যাচে দায়িত্ব পালন করছিলেন মালগাওঙ্কর। কেআরপি একাদশ-ক্রিসেন্ট সিসি ম্যাচের ১১তম ওভারে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই মালগাওঙ্করকে নিকটবর্তী বোম্বে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম মিড ডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ম্যাচের ১১তম ওভারে দায়িত্ব পালন করতে স্কয়ার লেগে যান মালগাওঙ্কর। সেই ওভারের মাত্র দুই বলের পরেই তিনি হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ম্যাচ শুরুর আগে থেকেই তিনি অ্যাসিডিটির কথা জানিয়েছিলেন বলে জানান সহকারী আম্পায়ার পার্থমেশ আঙ্গানে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম মিড ডেকে আঙ্গানে বলেন, 'তিনি ম্যাচের আগে বলেছিলেন যে শরীরটা ঠিক লাগছে না, অ্যাসিডিটির সমস্যা হচ্ছে। আমি বলেছিলাম, আপনি বিশ্রাম নিন। কিন্তু উনি বললেন ঠিক আছেন। প্রথম ১০ ওভার পর্যন্ত তিনি ঠিকঠাকই ছিলেন, কিন্তু ১০.২ ওভারের পর হঠাৎ পড়ে যান এবং শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তখন আমাদের এমসিএ সমন্বয়ক দত্ত মিথবাভকর দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান।' এমসিএ সমন্বয়ক দত্ত মিথবাভকর বলেছেন, 'আমরা তাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বোম্বে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, সম্পাদক: **জাইদুল হক**
Prrnted, Publrshed and owned by Zardul Haque, Publrshed from 94/2 Collrn Street, Kolkata-700016, Prrnted at Samar Prrntech, 29 Topsra Road South, Kolkata-700046. **Edrtorral Offrce:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Edrtor: Zardul Haque**